POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلىٰ عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা

সংখ্যা
36

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 7 ই সেপ্টেম্বর, 2017 7 তাবুক , 1396 হিজরী শামসী 15 যিল হাজ্জ1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযুর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে যে, আমার শাস্তির ব্যবস্থার জন্য করমদীন ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিবে এবং কয়েক জন সমর্থনকারী তাহাকে সাহায্য করিবে। অবশেষে সে নিজেই শাস্তি পাইবে এবং অবশেষে খোদা আমাকে তাহার অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ দান করিবেন। সুতরাং এইরূপ ঘটিল।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

২৪ তম নিদর্শন:

১৮৮৯ সালের ৩০ শে জুন আমার নিকট ইলহাম হয়- প্রথমে অচেতন, তৎপর গভীর অচৈতন্য তৎপর মৃত্যু। সাথে সাথেই আমি উপলব্ধি করিলাম যে, এই ইলহাম একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু সম্পর্কে, যাহার মৃত্যুতে আমি দুঃখ পাইব। বস্তুতঃ আমার জামাতের অনেক লোককে এই ইলহাম শোনানো হইল এবং ইলহামটি ১৮৯৯ সালের ৩০ শে জুন লিপিবদ্ধ করিয়া আল হাকাম পত্রিকায় প্রকাশ করা হইল। অবশেষে ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে আমার এক নেহায়েত নিষ্ঠাবান বন্ধু এ্যাসিস্টেন্ট সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ বুড়ি খান এক আকস্মিক মৃত্যুতে কসুরে গত হইয়া যান। প্রথমে তিনি অচেতন রহিলেন। অতঃপর এক সময় গভীরভাবে বেহুশ (কোমার অবস্থা-অনুবাদক) হইলেন। অতঃপর তিনি এই নশ্বর পৃথিবী হইতে গত হইলেন। তাহার মৃত্যু ও এই ইলহামের মাত্র বিশ-বাইশ দিনের ব্যবধান ছিল।

২৫ তম নিদর্শন। করমদীন ঝিলামীর ঐ ফৌজদারী মোকাদ্দমা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। সে আমার বিরুদ্ধে ঝিলামে এই মোকাদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। খোদা তা'লার পক্ষ হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এইরূপ ছিল ' রাব্বে কুল্লে শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহফাযনি ওয়ানসুরনি ওয়ারহামানি। এবং অন্যান্য ইলহামও ছিল, যাহাতে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার ওয়াদা ছিল। বস্তুত: খোদা তা'লা এই মোকাদ্দমা হইতে আমাকে নির্দোষ হিসেবে রেহাই দেন।

২৬ নং নিদর্শন: এই নিদর্শনটি করমদীন ঝিলামীর এই ফৌজদারী মোকাদ্দমায় আমার রেহাই পাওয়া সম্পর্কে। এই মোকাদ্দমা গুরুদাসপুরে চান্দুলাল ও আত্মারাম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছিল ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছিল যে, পরিশেষে নির্দোষ প্রমাণিত হইবে। বস্তুতঃ আমি রেহাই পাইলাম।

২৭ নং নিদর্শন: ইহা করমদীন ঝিলামীর শাস্তি পাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার প্রেক্ষিতে অবশেষে সে শাস্তি পাইল। আমার পুস্তক মোয়াহেবুর রহমানের ১২৯ পৃষ্ঠা ৮ম লাইন দেখ। এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী খুবই বিস্তারিতভাবে মোয়াহেবুর রহমানে লিপিবদ্ধ আছে। এই পুস্তক মোয়াহেবুর রহমান ঐ সময় প্রণয়ন করিয়া

ومن اٰیاتی ما انبأنی

العليم الحكيم فى امر رجل لئيم ـ وبهتانه العظيم واوحى الىّ انه يريد ان يتخطف ۱۱ عرضك ـ ثم يجعل نفسه غرضك ـ وارانى فيه رؤيا ثلٰث مرات ـ وارانى ان العدوّ اعد لذالك ثلا ثة حُماةٍ لتوهين و اعناتٍ ورئيت كأنّى احضرت محاكمة كالماخوذين ورئيت انّ اٰخر امرى نجات بفضل ربّ العٰلمين ـ ولو بعد حين ـ و بُشّرتُ انّ البلاء يرد على عدوى الكذاب المهين ـ فاشعت كلّما رأيت والهمت قبل ظهوره فى جريدةٍ يسمّى الحكم وفى جريدة اخرى يُسمّى البدر ـ ثم قعدت كالمنتظرين ـ وما مرّ على ما رئيت الّا سنة فاذا ظهر قدرالله على يد عدوّ مبين اسمه كرم الدين...... وقد ظهر بعض انباۤء ه تعالىٰ من اجزاۤء هٰذه القضية فيظهر بقيتها كما وعد من غير الشّكّ والشبهة

অনুবাদ: আমার উল্লেখিত নিদর্শনসমূহের একটি ইহা, যাহা সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় খোদা এক লাঞ্ছিত ব্যক্তি সম্পর্কে ও তাহার ভয়ানক অপবাদ সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দেন এবং আমাকে স্বীয় ওহী দ্বারা জ্ঞাত করেন যে, এই ব্যক্তি আমার সম্মান নষ্ট করার জন্য আক্রমণ করিবে এবং অবশেষে নিজেই আমার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইবে। তিনটি স্বপ্নের মাধ্যমে খোদা আমার নিকট প্রকাশ করেন। স্বপ্নে আমার নিকট প্রকাশ করা হইল যে, এই দুশমন নিজের সাফল্যের জন্য তিনজন সমর্থনকারীকে নিয়োগ করিবে যাহাতে যে কোনভাবেই লাঞ্ছিত করা যায় এবং দুঃখ দেওয়া যায়। স্বপ্নে আমাকে দেখানো হইল আমাকে যেন কোন আদালতে গ্রেপ্তারকৃতদের ন্যায় হাজির করা হইল। আমাকে দেখানো এই অবস্থার পরিণাম আমার মুক্তি, যদিও তাহা কিছুদিন পরে হইবে। আমাকে সুসংবাদ দেওয়া হইল যে, এই লাঞ্ছিত মিথ্যাবাদী দুশমনের উপর বিপদ নামিয়া আসিবে। সুতরাং এই সকল স্বপ্ন ও ইলহামকে আমি নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রকাশ করিয়া দিলাম এবং যে সকল সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলাম উহাদের একটির নাম আল হাকাম এবং অন্যটির নাম আল বদর।

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানের ১২৩ তম জলসা সালানার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল- ২৯, ৩০ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ (যথাক্রমে শুক্র, শনি, ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ দোয়ার সাথে এই আশিসময় জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে আশিসমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। জলসার সার্বিক সফলতা এবং পুণ্যাত্মাদের জন্য এটিকে সত্য পথের দিশারী করে তোলার জন্য দোয়ারত থাকুন।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জীবনে পরিবেশের প্রভাব (ক)

মোহাম্মদ মোস্তাফা আলি

আমাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশে পরিবেশর অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। তাই পরিবেশ ও এর সাথে আমাদের সম্পর্ক সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করা খুবই জরুরী। পরিবেশ দ্বারা কি বোঝায় সে কথায় আসা যাক। মাতৃগর্ভে থাকাকালে বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে অবস্থাতে আমরা জীবন কাটাই এর সব কিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। একটু গভীরভাবে চিন্তার করলে দেখা যাবে সারা বিশ্ব-প্রকৃতিই আমাদের পরিবেশের অঙ্গ। মানুষের নিজের চেষ্টায় যেসব ভাঙ্গাগড়া চলে তা-ও পরিবেশের বাইরে নয়। যদিও এতে পরিবেশে যোগ বিয়োগ ঘটে থাকে। যেমন পাশাপাশি অবস্থিত আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে ও বিস্তীর্ণ মাঠের অবস্থা এক থাকে না। একই দেশে অবস্থিত গ্রামগঞ্জ ও শহর বন্দরের বেলাতেও একথা খাটে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে হচ্ছে। পরিবেশের সবকিছু জানা কারো পক্ষে কখনও সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনা ঘটার পরে পরিবেশের বহু রহস্যাবলী উপলব্ধি করা যায়। মানুষ তার প্রয়োজনে বহুকাল যাবৎ গাছবৃক্ষ কেটে চলেছে। জঙ্গল কেটে বসতি ও ফল ফসলের আবাদেই মঙ্গল দেখেছে, এতে যে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে আবহাওয়অতে বড় ধরণের প্রতিকূলতা সৃষ্টি হচ্ছে তা বোঝে নি। তিক্ত অভিজ্ঞতায় এখন বুঝতে পেরেছে জঙ্গলেও অফুরন্ত মঙ্গল ছড়িয়ে আছে। এখন সে বনায়নে মনোযোগী হচ্ছে।

কি কি বিষয় আমাদের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত এর চুলচেরা তালিকা করতে গেলে তা অফুরান হয়ে দাঁড়াবে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য বর্তমান অবস্থায় পরিবেশের বিশেষ কয়েকটি দিকে আলোকপাত করা হবে। আশা করা যায় এতেই আমাদের অবস্থা ও এতদ্‌সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব বোঝা সহজতর হবে।

ভৌগলিক অবস্থান:

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন দেশের এবং একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়াতে বেশ তারতম্য হতে পারে। আবহাওয়া দ্বারা মোটামুটিভাবে বার্ষিক ও মওসুমী বৃষ্টিাপাত, ঋতুর পরিবর্তন, তাপমাত্রার ওঠানামা যেমন, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এসবের সামগ্রিক অবস্থা বুঝায়। এসব আমাদের খাওয়া-দাওয়া, বেশভূষায় পরিবর্তন ঘটায়। সবদেশে সব ঋতুতে একই জাতের ফসল করা যেমন যায় না তেমনি একই ধরণের পোষাকও পরা যায় না। নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, দ্বীপ-উপদ্বীপ, মরু, তুষার এসবই আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সবারই এসব বিষয়ে কমবেশি অভিজ্ঞতা আছে।

সমাজ ব্যবস্থা:

সব মানুষই সামাজিক জীব। তাই বলে সব মানুষের সমাজ একই ধরণে গড়ে ওঠে না। পিঁপড়ে মৌমাছি এসব প্রাণীর মধ্যে যৌথ জীবন আছে। কিন্তু তাতে তেমন কোন পরিবর্তন বা বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে এদের জীবন ধারাও একই ছকে চলছে। বাবুই পাখির বাসা বাঁধাতেও নির্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মানুষের বেলায় সমাজ ব্যবস্থায় চলছে নিত্যনতুন পরিপর্তনের খেলা। এর যেন কোন শেষ নেই, সীমা নেই। আদি মানুষ বনে জঙ্গলে গুহায় বাস করত। তারই বংশধরেরা এখন কত রঙ্গের কত ঢঙ্গের ঘরবাড়ি করছে, কত প্রাসাদ, কত উচ্চ দালান বানাচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না। গুহা -মানবের বংশধরেরা এখন বিশাল নগরের নাগরিক। যদি সম্ভব হতো কোন গুহা মানব এসে এখনকার কোন সর্বাধুনিক বাথরুম বা ড্রইং রুম দেখতো তবে আমরা যে তাদের বংশধর তা-ই বিশ্বাস করত না।

সমাজের সমাজ ব্যবস্থায় জীবন পরিচালনার জন্য নানা প্রকার দিক নির্দেশনা থাকে যা আমাদের জীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক। যৌন প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজ বিবাহ প্রথা চালু করেছে। এতে পারিবারিক ও সমাজ জীবনকে সুন্দর শোভন করে গড়ে তোলা যায়। তাতে রক্ত-সম্পর্ক ও বংশ চিহ্নিত ও প্রসারিত করা যায়। আত্মীয়তার গন্ডী বেড়ে যায়। ভেবে দেখার বিষয় যে, সব সমাজের বিবাহ একরূপ নয়। বিবাহ আমাদের জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে ও দায়িত্বশীল হওয়ার পথ দেখায়। কোন কোন সমাজ মানুষের দীর্ঘদিনে নিজস্ব চেষ্টা ও অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠে। তবে বর্তমানে প্রায় সব সমাজই বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে।

বর্তমান জামানায় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি এসবের অতি দ্রুত প্রসার ও পরিবর্তন হচ্ছে। এসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটছে। তার ফসলাদি উৎপাদনে ঘরবাড়ি, যানবাহন, রাস্তাঘাট নির্মাণে ভাবের আদান প্রদানে কত যে পরিবর্তন চলছে তা বলে শেষ করা যায় না। স্মরণীয় যে- সব পরিবর্তনই কল্যাণের কারণ হবে এমনটি বলা যায় না। এমনও দেখা যায় যে নতুন কোন কিছু আপাত কল্যাণের মনে হয় কিন্তু পরে তা উল্টো রূপ ধারণ করে। কল্যাণ অকল্যাণ চিহ্নিত করা র জন্য বিশেষ গ্রুপ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ছে।

ধর্ম-প্রধান সমাজ ব্যাবস্থাঃ

দু'চারটি উদাহরণ নিলেই দেখা যাবে ধর্ম মানব জীবনকে কত গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। খাদ্য ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। তাই বলে এক ধর্মের অনুমোদিত সব খাদ্য অন্য ধর্মের লোকেরা না-ও খেতে পারে। এমনকি কোন কোন খাদ্যকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে। ইসলাম শূকরের মাংসকে হারাম বলেছে। হিন্দুরা বহু দেবদেবীর পূজা করে, মূর্তি বানায়। মুসলমানেরা কখনও তা করে না। কেননা, একান্তভাবে তারা নিরাকার একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং এটাই সত্য। পূজা ও নামাযের নিয়ম-নীতি এক নয়। ধর্মের নামে হিন্দুদের মাঝে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলে চিহ্নিত বর্ণবৈষম্য বিরাজ করে। এতে মানবাধিকার চূড়ান্তভাবে ক্ষুন্ন হয়। এরূপ ধর্মীয় বর্ণবৈষম্য মানুষের মৌলিক অধিকারকেই চরমভাবে লংঘন করে না, মেধা ও প্রতিভা বিকাশেও মারাত্মকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনকে খাটো করে। বৈষয়িক জীবনে আর্থিক কাঠিন্য সৃষ্টি করে। কেননা, জন্মের আগেই কর্মধারা ও কর্মক্ষেত্র নির্ধরিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ স্বভাব চরিত্রে ও আচার আচরণে যত হীন হোক না কেন প্রতিষ্ঠানিকভাবে সমাজে তারা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়। ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা হওয়ার একমাত্র হকদার আর বৈশ্যরা হবে ব্যবসা-বানিজ্যের একচেটিয়া অধিকারী। শূদ্রের জীবন সার্থক (?) করতে হয় অন্যদের পদসেবায়। আবারও বলতে হচ্ছে এরূপ বর্ণ বৈষম্য দ্বারা জন্মগতভাবে জীবনের গতিপ্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইহা মানবিকতার প্রতি বড়ই অন্যায়। বর্তমানে হিন্দু সমাজে এসবের ঘোর কেটে ওঠার তীব্র আন্দোলন চলছে। ধর্মের নামে কিছু কায়েম হয়ে গেলে তা হতে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন। আমরা কামনা করব শীঘ্রই এসবের বেড়াজাল ছিন্ন হোক। মানুষের গায়ের রঙে বর্ণের বৈষম্য আছে। এ বৈষম্য স্রষ্টার দান। কোন মানুষকে এজন্য হীন চোখে দেখার অর্থ দাঁড়ায় স্রষ্টার ত্রুটি ধরা ও তাঁকেই হেয় করা এবং নিজের অজ্ঞতা ও হীনমন্যতার পরিচয় দেওয়া। যাই হোক যে ধরণের বর্ণ বৈষম্যই হোক না কেন এর প্রবল চাপে অনেক সময় প্রচেষ্টা সত্বেও মেধা ও প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটে। এতে শুধ ব্যক্তি ব্যক্তিই নয়, সমাজ এবং মানবতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুনর্জন্ম বিশ্বাস হিন্দুদের তথা বৈদিক ধর্ম অনুসারীদের একটি লৌকিক বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়ের অংশলাভ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। অনেক ধর্মেই তা নেই। এসবই অনুসারীদের চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে এবং সমাজ ব্যবস্থায় বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পরিবেশর প্রভাব (খ)

দারিদ্র ও প্রাচুর্যঃ

দারিদ্র ও প্রাচুর্য দুটোই আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে দারিদ্রে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এদের মাঝে আছে ভিক্ষুক, বেকার, গৃহহীন, সহায় সম্বলহীন, ঠিকানাবিহীন মানুষ। এদের প্রবল স্রোত চলেছে গ্রাম হতে হাট বাজারে, চলেছে শহরে-বন্দরে, বাঁচার তাগিদে, জীবিকা অর্জনের সন্ধানে। অনুমানে ভরসায় তাদের এ যাত্রা, নিশ্চিত নয় যে, কোন কাজ-কর্ম মিলবে। তাদের তেমন কোন শিক্ষা দীক্ষা নেই। কারিগরি বিদ্যায়ও বলতে গেলে এদের শূন্য হাত। তাদের মধ্যে যারা শহরের বস্তিতে আশ্রয় পায় তাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। অনেকে তা-ও পায় না। তারা নানা জনের গালমন্দ খেয়ে রাস্তার ফুটপাতে বা গাছের তলায় আশ্রয় নেয়। অনেকে 'নিরাপদে' থাকার জন্য আবর্জনার নোংরা স্তুপের পাশ বেছে নেয়। এসব পরিবেশ মানুষের স্বাস্থ্যই নষ্ট করে না, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনাকেও পিষে মারে। তারা জ্ঞানে গুণে কর্মে বড় হওয়ার কথা ভাবতে পারে কি না তাই ভাবার বিষয়। এদের মধ্যে যারা অকাল মৃত্যু থেকে বেঁচে যায় তারা অকাল বার্ধক্যের গ্রাস এড়াতে পারে বলে মনে হয় না।

এরপর বারোর পাতায়.....

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তালার বড়ই অনুগ্রহ যে জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যে সালানা জলসা গত সপ্তাহে সুসম্পন্ন হল। জলসা সালানার তিনটি দিনই আমরা আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপারাজি ও কল্যাণ বর্ষিত হওয়ার দৃশ্য দেখেছি। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এর অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এবং অংশগ্রহণকারীরা অনুভব করেছে যে, আল্লাহ্‌র কৃপা ও সাহায্য বর্ষিত হচ্ছিল। এবিষয়ে আমরা আল্লাহ্ তা'লার যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তা যথেষ্ট নয়। অতএব এর প্রকৃত কৃতজ্ঞতা তখনই হবে যখন আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাবস্থায় চেষ্টা করব। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্মীদের পক্ষ থেকেও হওয়া উচিত যাতে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অধিকারী হতে পরি। আর কর্মীদেরও আল্লাহ্‌র প্রতি কৃজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত এই জন্য যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের বা ধর্মের উদ্দেশ্যে আগমণকারী অতিথি এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য আগমনকারী অতিথিদের সেবা করার সুযোগ দান করেছেন।

জলসা সালানার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এটিও যে, যেন পরস্পরের প্রতি এমন ভ্রাতৃত্ববোধ ও কৃতজ্ঞতার স্পৃহা সৃষ্টি হয় যা অপরের জন্য দৃষ্টান্ত হবে। আল্লাহ তা'লার কৃপায় সেই ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের এই অনুভুতিই আমরা দেখতে চাই আর আমরা যখন এই অনুভূতি প্রকাশ করি অন্যদেরকে তা প্রভাবিত করে। ধর্মীয় ও জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানাদির পাশাপাশি প্রত্যেক আহমদীর ব্যবহারিক নমুনা আগত অ–আহমদী অতিথিদেরকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে থাকে, যা সম্পর্কে তারা বলে থাকে যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টান্ত আমরা জলসার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি যা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে।

জলসায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলমান ও অমুসলমান অতিথিদের প্রতিক্রিয়া এবং ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ। *জলসায় অংশগ্রহণকারী নও মোবাঈনদের প্রতিক্রিয়। *আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানের অসাধারণ প্রভাব। *আন্তর্জাতিক বয়আতের মিডিয়া কভারেজ এবং বিভিন্ন দেশের সংবাদিকদের প্রতিক্রিয়।

জলসার পরিবশ এবং কর্তব্য পালনকারীদের একটি প্রভাব রয়েছে যা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। খোদাতা'লা সমস্ত ডিউটি প্রদানকারীদেরকে এবং জলসায় অংশগ্রহনকারীদেরকেও পুরুস্কৃত করুন যারা নীরবে, নিভৃতে ইসলামের এই নীরব বাস্তবিক প্রচারের অংশ হয়ে থাকেন।

প্রেস বা সংবাদ মাধ্যমও খুব ভাল কভারেজ দিয়েছে। মিডিয়ার মাধ্যমে সালানা জসলার বিষয়ে মোট ৩৫৮ টি খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং তা এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে তিন কোটি ষাট লক্ষ মানুষের নিকট সংবাদ পৌছানো হয়েছে। টিভি এবং রেডিওতে প্রচারিত খবরসমূহের মাধ্যমে তিন কোটি দশ লক্ষেরও বেশি এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে কুড়ি লক্ষ লোকেদের নিকট বার্তা পৌঁছেছে।
এসবই আল্লাহ্‌র কৃপা, এতে আমাদের চেষ্টার অবদান যৎসামান্যই।

এ বছরও গত বছরের ন্যায় কানাডা থেকে খোদ্দামরা এসেছিল যারা ওয়াকারে আমল (সাফাই অভিযান) করে 'ওয়াইনডাপে' (গোটানোর কাজ) অংশগ্রহণ করেছে এবং এবার এরা চার্টার প্লেনে এসেছিল। তারা খুব ভাল কাজ করেছে।

সাহেব যাদা কর্নেল মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া যাকিয়া বেগম সাহেবার মৃত্যু। এবং মাননীয় মাসউদ আহমদ সাহেব (মরুব্বী) ও শাকিল আহমদ মুনীর সাহেব, সাবেক মুবাল্লিগ ইনচার্জ অস্ট্রেলিয়াার মৃত্যু। মরহূমীনদের সৎগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের হাদিকাতুল মাহদী থেকে প্রদত্ত ৪ ঠা আগস্ট , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৪ যাহুর , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ তাউয, তাসমিয়া এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তালার বড়ই অনুগ্রহ যে জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যে সালানা জলসা গত সপ্তাহে সুসম্পন্ন হল। জলসা সালানার তিনটি দিনই আমরা আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপারাজি ও কল্যাণ বর্ষিত হওয়ার দৃশ্য দেখেছি। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এর অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এবং অংশগ্রহণকারীরা অনুভব করেছে যে, আল্লাহ্‌র কৃপা ও সাহায্য বর্ষিত হচ্ছিল। এবিষয়ে আমরা আল্লাহ্ তা'লার যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তা যথেষ্ট নয়। অতএব এর প্রকৃত কৃতজ্ঞতা তখনই হবে যখন আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাবস্থায় চেষ্টা করব। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্মীদের পক্ষ থেকেও হওয়া উচিত যাতে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অধিকারী হতে পরি এবং এর ফলে আামাদের যোগ্যতাও উন্নততর হয়। অনুরূপভাবে অংশগ্রহণকারীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যাতে তারা সমধিক ভাবে খোদার কৃপার উত্তরাধিকারী হয়। এছাড়া যে সমস্ত কর্মীরা কর্তব্যরত ছিল তাদেরও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞা হওয়া উচিত। রসুল করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যাক্তি মানুষের বা তাঁর সৃষ্টির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনা সে আল্লাহ তা'লারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনা। (সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুর বির ওয়াস সিলাহ) অতএব এদিক থেকে সকল অংশগ্রহণকারীদের উচিত কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

আর কর্মীদেরও আল্লাহ্‌র প্রতি কতৃজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত এই জন্য যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের

বা ধর্মের উদ্দেশ্যে আগমণকারী অতিথি এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য আগমনকারী অতিথিদের সেবা করার সুযোগ দান করেছেন।

বস্তুতঃ জলসা সালানার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এটিও যে, যেন পরস্পরের প্রতি এমন ভ্রাতৃত্ববোধ ও কৃতজ্ঞতার স্পৃহা সৃষ্টি হয় যা অপরের জন্য দৃষ্টান্ত হবে। আল্লাহ তা'লার কৃপায় সেই ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের এই অনুভুতিই আমরা দেখতে চাই আর আমরা যখন এই অনুভূতি প্রকাশ করি অন্যদেরকে তা প্রভাবিত করে। ধর্মীয় ও জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানাদির পাশাপাশি প্রত্যেক আহমদীর ব্যবহারিক নমুনা আগত অ-আহমদী অতিথিদেরকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে থাকে, যা সম্পর্কে তারা বলে থাকে যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টান্ত আমরা জলসার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি যা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই নিজ নিজ গন্ডিতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সেবা করছিল। অনুরূপ ভাবে অংশ গ্রহণকারীরাও কোন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়াই জলসায় অংশ গ্রহণ করছিল এবং জলসার অনুষ্ঠানমালা থেকে উপকৃত হচ্ছিল। আর এই ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের বহিঃপ্রকাশ একজন বস্তবাদির জন্য চরম আশ্চর্যের বিষয়। যারা অ-আহমদী রয়েছে জলসায় তারা নিজেদের অনুভুতিও প্রকাশ করেছে। এখন তদের কয়েকটি আবেগ-অনুভুতির কথা উপস্থাপন করবো যা তারা এই পরিবেশকে দেখে বর্ণনা করেছেন আর প্রকাশ্য ভাবে এটি স্বীকার করেছেন যে যদি এটি ইসলামের শিক্ষা হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে এই শিক্ষাকে প্রচার করা প্রয়োজন ।

বেনিনের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী এবং রাষ্টপতির উপদেষ্টা মরিয়ম বোনীজিয়া সাহেবা, যিনি বর্তমানে সিনিয়ার একজন মন্ত্রির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন, তিনি বলেন, "এই জলসার মাধ্যমে আমি জামাতে আহমদীয়াকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেছি। আমি জলসার ব্যবস্থাপনায় অনেক প্রভাবিত হয়েছি। কর্মীদের ব্যবস্থাপনা উৎকৃষ্ট মানের ছিল। তাদের নিষ্ঠা দেখে আমার আশ্চর্যের সীমা ছিল না। তিনি বলেন, ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সমস্ত দিক যাচাই করে দেখেছি (মানুষ সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে দেখে থাকে) কিন্তু এত বিরাট জলসায় কোন ত্রুটি দেখতে পাইনি। প্রত্যেক বিভাগকেই ত্রুটি খোঁজার উদ্দেশ্যে দেখেছি কিন্তু সকল বিভাগের ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত ছিল। তিনি বলেন যখন আমি কর্মীদের প্রতি দেখতাম তখন বুঝতে পারতাম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অপরের সাছন্দের ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টারত থাকত। সবাই নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ ভুলে গিয়ে অপরের সাছন্দ সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টরত ছিল। অতিথি সেবার মাধ্যমে তাদের চেহারায় যে অনুপম আনন্দের অনুভুতি ফুটে উঠতে দেখেছি তা আমি কখনও ভুলতে পারব না। তিনি বলেন, এই সুখকর স্মৃতিগুলি আজীবন আমার সঙ্গে থাকবে। আমার বাসনা, এই মূল্যবোধ আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠিত হোক। জামাত আহমদীয়া একটি শেখার জায়গা যেখানে প্রত্যেক দেশের যুবকের শিক্ষার্জন করা উচিত।

তিনি বলেন, " আমি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি সর্বত্র ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ ছিল যার ফলে সবার মাঝে আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ হচ্ছিল। এমন পরিবেশের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম হল। আর নতুন আগমনকারী অতিথিরাও হয়তো এমনটি প্রথম বার দেখেছে। তিনি আরও বলেন, যে ইসলাম আহমদীয়া জামাত প্রকাশ করে সেটি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং পৃথিবীর সমস্যাবলীর সমাধান এরই মধ্যে নিহিত।

পুনরায় বলেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে জামাতের ইমামের যে বক্তৃতা ছিল সেটি চিন্তাধারার উপর অত্যন্ত গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায়গুলির কাছে মেয়েরা দাসীদের থেকে বেশি মূল্য রাখে না। কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার ইমাম মহিলাদেরকে শিক্ষিকা নামে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, তাদের হাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, যারা এই পৃথিবীর ভবিষ্যত। অর্থাৎ মহিলাদের হাতে পৃথিবীর ভবিষ্যত রক্ষিত আছে, অন্য দিকে ধর্মের ভবিষ্যতও মেয়েদের হাতে রযেছে। তিনি বলেন, মেয়েদেরকে এটি বিরাট সম্মান দেওয়া হয়েছে। আর এরই মাধ্যমে একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এর পর গোয়েতা মালার ন্যাশনাল পার্লামেন্টের একজন সদস্য এলিয়ানা ক্যালেস নিজেরঅভিব্যক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, " জলসায় অংশগহণ আমার কাছে এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। ইসলাম ধর্ম এবং জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে আমার চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। ইসলাম উগ্রপন্থা এবং ঘৃণার শিক্ষা দেয়- এই মর্মে মিডিয়া ইসলামের এক অন্যায়পূর্ণ ও ভীতিপ্রদ চিত্র তুলে ধরেছে। কিন্তু এখানে এসে আমরা ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষার এক বাস্তবরূপ দেখতে পেয়েছি। আর আহমদীয়া জামাতের যে নীতিবাক্য, "ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে" এটিই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি, পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তিনি বলেন, যেভাবে হাজার হাজার অতিথিদের সেবা কর্মীরা করছিল তা বড়ই অদ্ভুত দৃশ্য ছিল। মহিলাদের অধিবেশনে যে বক্তৃতা ছিল তিনি সেটিরও উল্লেখ করে বলেন, মহিলাদের কি মর্যাদা এবং মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত সম্পর্কে তিনি বলেছেন। পুরনরায় তিনি বলেন, পুরুষদের তাবুর চেয়ে মহিলাদের তাবুতে বেশি সাচ্ছন্দ এবং স্বাধীনতা অনুভব করেছি। এটি ইসলামের সৌন্দর্যময় শিক্ষার এক অন্যন্য দৃষ্টান্ত, যেখানে ইসলামে নারীদের সম্মান, নিরাপত্তা এবং পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এখন আমি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার এক ধারণা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

কোস্টারিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সারজিয়ো মোয়া জলসায় যোগ দান করেন। তিনি বলেন জলসার মাধ্যমে ইসলামের এক নতুন চিত্র দেখেছি। মুসলমানদের এমন একটি জামাত দেখেছি যা পারস্পরিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অতুলনীয়, যারা নিজেদের ঈমানের ব্যবহারিক চিত্র উপস্থাপন করে। আমি ফিরে গিয়ে বন্ধুদের এবং ছাত্রদেরকে বলবো, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামের প্রকৃত ও আকর্ষণীয় চিত্র ব্যবহারিক ভাবে তুলে ধরে। এবং নিজেদের নীতিবাক্যের উপর তারা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কার্যকর এসবের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত।

কস্টারিকা পার্লামেন্টের সদস্যের উপদেষ্টা ডগলাস মনটেরেসো সাহেব বলেন, "আমি জলসা সালানায় জামাতের ইমামের বক্তৃতাগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেছি। তাঁর এই উপদেশ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে, শত্রুদের ক্ষমা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করার ফলে হৃদয় হিংসা এবং বিদ্বেষ মুক্ত হয়। (এটি সেই শিক্ষা যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের দিয়েছেন।) তিনি বলেন, "এটিই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে। এসব বক্তৃতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি এবং এই জলসায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং চিত্র দেখেছি।"

হাইতির রাষ্ট্রপ্রতির প্রতিনিধি জোসেফ প্রায়রে সাহেব বলেন, "জলসায় যোগদানের পূর্বে আমার হৃদয়ে বেশ কিছু সংশয় ছিল যে জানি না এরা কেমন মুসলমান। সেখানে গিয়ে কোন বিপদে পড়ব না তো? কিন্তু জলসায় যোগ দানের পর আমার যাবতীয় সংশয় দূরীভুত হয়েছে। সবাই সরলতা এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করছিল। সর্বত্র ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ বিরাজ করছিল। আমি খুব একটা ধার্মিক নই, কিন্তু এই জলাসায় যোগদান করে এবং আহমদীয়া ইমামের সাথে সাক্ষাত পাওয়ার পর আমার হৃদয় বলছে যদি কোন সত্য ধর্ম থেকে থাকে তাহলে তা ইসলাম ও আহমদীয়াত।"

এরপর বুরকিনাফাসোর এর মানবাধিকার সংগঠনের প্রেসিডেন্ট যুকুমুর সাহেব, তিনিও জলসায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন জলসা সালানায় যোগদানের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে আমি আশ্চর্য হই যে আমি তো জামাতেরও সদস্য নই আর মুসলমানও নই কিন্তু তা সত্বেও মুসলমানদের এক সমাবেশে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। জলসায় যোগ দিয়ে আমি দেখেছি জামাত জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ভালবাসার বাহু প্রসারিত করে রেখেছে সবার সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করছে। সবাইকে সমান ভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিচ্ছে এবং সকলের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি রাখছে। আমি অনেক ধর্মের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনেছি। তারা এমন ভাবে কথা বলে যেন কেবল তারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা মানুষের আবেগ অনুভুতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে । কিন্তু আমি জামাতের আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেছি। তাঁর সমস্ত বক্তৃতা একটি বিষয় কেন্দ্রিক আর তা হল বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা। আর এই শিক্ষার মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমরা সন্ত্রাস এবং অন্যায়কে পরাস্ত করতে পারি।"

ক্রোয়েশিয়ান প্রতিনিধির দলের ভদ্র মহিলা ক্যাটরিনা সালেক সাহেবা জলসায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন " পূর্বে আমি গির্জার সন্ন্যাসিনী ছিলাম। (এখন সত্যের সন্ধানে রয়েছেন) জলসার পরিবেশ এবং এখানকার বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং জামাত সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য আমার হৃদয়কে আলোকিত করেছে। আমার মনে হয় অচিরেই সত্য সন্ধানের এই সফর আমাকে গন্তব্যে পৌছে দিবে। ইমাম জামাত আহমদীয়ার বক্তৃতা আমার হৃদয়কে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি সব বিষয় এখন গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করতে আরম্ভ করেছি।

ক্রোয়েশিয়ান প্রতিনিধি দলে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ম্যানেজম্যান্টের এক ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, "জলসার ব্যবস্থাপনা এবং ভালবাসা ও নিষ্ঠায় আমি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছি জলসা চলাকালীন সময়ে ছোট শিশুরা যেভাবে ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে পানি পান করাচ্ছিল বা প্রতিকুল পরিস্থিতিতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল, পরিচ্ছন্নতার মানকে

বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছিল তা তার হৃদযে গভীর ছাপ রেখেছে। তিনি বলেন, এই প্রথম আহমদীয়া জলসায় যোগদান করছি কিন্তু এর স্মৃতি আজীবন তার মনের মধ্যে বেঁচে থাকবে। (তাঁর সঙ্গে সেখানকার জামাতের নিয়মিত যোগাযোগ রাখা উচিত)

ক্রোয়েশিয়া থেকে গতবছর এক দম্পতি এসেছিল। তারা বয়স্ক মুসলমান। এবারও জলসায় এসেছেন। আমাকে সাক্ষাতের সময় বলেন "গতবছর আমরা সাধারন মুসলমান হিসেবে জলসায় যোগদান করেছিলাম আর এ বছর আমরা আহমদী মুসলমান হিসেবে জলসায় যোগদান করেছি। জলসায় আল্লাহ তা'লার কৃপা বর্ষিত হয় এবং বয়াতও হয়।

ফিলিপাইন থেকে সেখানকার কংগ্রেস ম্যান সালওয়াদুর বেলারো জুনিয়র সাহেব জলসায় যোগদান করেন। সেখানকার কংগ্রেসে তিনি একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। তিনি বলেন, "এটি আমার জন্য চক্ষু উন্মীলনকর অভিজ্ঞতা ছিল যা থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। আমার জন্য সবথেকে বেশি সুখকর বিষয়টি হল, জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও উন্নত আচরণ প্রদর্শন করে এবং পরস্পরকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করার চেষ্টা করে।

আবার সেরেলিয়নের এক সাংসদ আলী কালাকো সাহেব বলেন, "আহমদীয়াতই ইসলামের প্রকৃত রূপ। আহমদী মুসলমানরা শান্তির বিকাশের জন্য যে চেষ্টা করছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। বর্তমানে সর্বত্র ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করে দেখানে হয়। কিন্তু আহমদীরা এই চিন্তাধারাকে ভুল প্রমাণ করছেন। জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত ছিল, ছোট ছোট বাচ্চারও মানুষের সেবাতে নিযুক্ত ছিল। আমার দৃষ্টিতে জামাতে আহমদীয়ার সত্যতা প্রমানের জন্য এই দৃশ্যই যথেষ্ট।

অন্যদিকে তুর্কিমিনিস্তানের এক বন্ধু আব্দুর রশীদ সাহেব বলেন, "আমি প্রায় দু বছর পূর্বে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে এই জামাত সম্পর্কে শুনেছিলাম যার নীতিবাক্য হল- "ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।" তিনি বলেন, "যে দিন থেকে আমি লন্ডন এসেছি স্নেহ-ভালবাসা দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছি যেন আমি আমার নিজের পিতা-মাতা ও পরিবারের সাথে আছি। যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশী আমাকে প্রভাবিত করেছে এবং আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে তার মধ্যে হতে একটি হল- যে দিন আমরা তুর্কিসিনিস্তান থেকে লন্ডন পৌছানোর পর বিমান বন্দর থেকে আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়, যখন আমরা সেখানে পৌছাই, কর্তব্যরত আহমদী ছেলেরা সালাম দেওয়ার পর তৎক্ষণাত বললেন, আপনারা সফর করে এসেছেন, আপনাদেরও ক্ষিদে লেগেছে হয়তো, তাই আপনারা প্রথমে খাবার খেয়ে নিন, তারপর বিশ্রাম করুন। একথা শুনে আমার রসূলে করীম (সা.)-এর ঐ হাদিসের কথা মনে পড়ে যায় যে, "যখন একবার তাঁর(সা.) মজলিসে একজন মেহমান আসেন তখন তার সম্পর্কে এক সাহাবীকে বলেছিলেন কে তার আতিথেয়তা করবে? পরে তিনি আতিথেয়তা সম্পর্কে দীর্ঘ একটি হাদীস শোনান। যাইহোক তিনি বলেন, জলসায় এসে আমি এটি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আমি সারা জীবন খোদার সন্ধানে অতিবাহিত করেছি কিন্তু খোদাকে এখানে এসে পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আন্তর্জাতিক বয়াতে অংশগ্রহণ করে বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি" (এখানে এসছিলেন বয়াতও করেছেন।) আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি বয়াত করছিলাম আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এত অশ্রু আমার বাবার মৃত্যুতেও ঝরে নি। মনে হচ্ছিল এই অশ্রু বাহ্যত কোন কারণ ছাড়াই ঝরে পড়ছিল কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারি পৃথিবীতে এখন একটি এমন আশা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন একটি জামাত সৃষ্টি হয়েছে যা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্বতন্ত্র ও অতুলনীয়। এবং এই জামাত নিজেদের কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীকে প্রত্যেক বিপদাপদ থেকে মুক্ত করার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

অন্য দকিে কতিপয় নওমোবাঈন যখন ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন তখন তাদের ঈমান আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়।

জামাইকা থেকে অংশগ্রহণকারী এক নওমোবাঈন মহিলা উইনসন উলিয়ামস সাহেবা বলেন," জলসা সালানায় খলীফার বক্তৃতা এবং বিশেষত আন্তর্জাতিক বয়াত একটি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি বলেন, যখন আমি জানতে পারলাম যে এখানে অনেক কর্মচারী স্বেচ্ছায় সেবা করছেন তখন আমি ভাবলাম এই সমস্ত কর্মচারীর তরবিয়তের জন্য জামাত হয়তো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু যখন আমি এই সমস্ত কর্মচারীকে নিঃস্বার্থভাবে খেদমত করতে দেখলাম তখন উপলব্ধি করলাম যে এটি একটি ঐশী জামাত এবং যুগ খলীফা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে সরাসরি সাহায্য সাহায্য করছেন। তিনি বলেন, "বিশেষত গাড়ী পার্কিং - এর দায়িত্বে থাকা যুবকরা প্রতিকূল আবহাওয়া সত্বেও উৎফুল্লভাবে সেবা করতে দেখে আমি যারপরনায় আশ্চর্য হই। এমন দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখি নি।

আইভেরিকোস্টের এক শহরের মেয়র যারাকিয়া দুপেজুয়ে সাহেব আসেন এবং বলেন, "আমি যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর মানুষের কাছ থেকে অনেক নেতিবাচক কথা শুনতে পেলাম। ইসলাম সম্পর্কে আমার খুব বেশি জ্ঞান ছিল না। তাই আমি ভেবে অস্থির হচ্ছিলাম যে, আহমদীরা মুসলমান কি না তা কিভাবে নির্ধারণ করব? আমি জামাতে এসে কোন পাপ তো করে বসলাম না? সুতরাং যখন আমি জামাতের সাথে যোগাযোগ করলাম তারা আমাকে জলসা সালানার যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে সেখানে জামাতকে কাছ থেকে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি বলেন, আমি এখানে এসে ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখলাম। যুগ খলীফার প্রত্যেকটি বক্তৃতা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নামে আরম্ভ হত এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নামে শেষ হত। অতঃপর আহমদীরা মুসলমান কি না তা জলসা সালানার পরিবেশ দেখে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই।এখন আমি গর্বের সাথে বলতে পরি আমার দ্বারা সম্পাদিত কাজ সঠিক ছিল। আহমদীরাই প্রকৃত মুসলমান এবং আমি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট। আহমদীদের সমস্ত কাজ কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বেলিযের রাজধানী বেলমুপান-এর মেয়র খালেদ বেলিসেল সাহেবও জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। মনে হচ্ছিল যেন জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি আমার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। এই অভিজ্ঞতার অলোকে আমার হৃদয়ে ইসলামকে জানার জন্য অনেক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এখান থেকে আমি ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেশে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি । এটি এমন একটি জিনিস যা বার বার বিভিন্ন স্থানে আমার দৃষ্টিতে পড়েছে। স্বদেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করার জন্য যদি আমার বোতলের মধ্যে বন্ধ করে এটিকে বেলিয নিয়ে যেতে পারতাম! তিনি আরো বলেন. জলসার ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত ছিল। যেভাবে আমাকে এখানে স্বাগতম জানানো হল, তা আমি চিরকাল স্মরণ রাখব। আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। তিনি আরো বলেন, একদিন আমি মেহমানদের তাঁবুতে একাকী ছিলাম তখন কিছু খোদ্দাম আমার কাছে আসলেন। আমি নিশ্চয় জানি যে, তারা শুধু আমার কাছে এই জন্য এসেছে যে আমি বাইরে থেকে এসেছি এবং সম্ভবত আমি নিঃসঙ্গতা অনুভব করছি। এই বিষয়টি আমার অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলে যে অতিথিদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা উচিত এখানে যুবকদের সে বিষয়েও জ্ঞান রয়েছে।

অপরদিকে আর্ন্তজাতিক বয়াতের প্রভাব অন্যদের উপরও পড়ে। একটি ঘটনা তো আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি এবং আরেকটি ঘটনা রয়েছে। ক্রোয়েশিয়ান সংসদ সদস্য উচ কোয়েক ডোমাঙ্গো জলসায় অংশগ্রহন করেন। তিনি আর্ন্তজাতিক বয়াতের প্রসঙ্গে বলেন, আর্ন্তজাতিক বয়াতের অনুষ্ঠান আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি খ্রিস্টান ধর্মের 'ফেইথ রিকনফরমেশন' অনুষ্ঠানে কয়েকবার অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক বয়াতে যে আবেগ, নিষ্ঠা এবং ধর্মের সাথে বিশ্বস্ততার সংকল্প দেখেছি তা এক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা ছিল যা আমি সারা জীবন মনে রাখব।

এক মিশরী ডাক্তার হানি রেশওয়ান সাহেব বলেন যে, তিনি আর্ন্তজাতিক বয়াতের সময় জলসা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেন এবং জলসা প্রাঙ্গন থেকে বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত মানুষের সারি দেখে হতবাক হয়ে যান। তিনি বলেন আমাদের দেশ মিশরে এমন শৃঙ্খলা অসম্ভব। তিনি এত আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন যে, বয়াতের সময় একটি সারিতে দাড়িয়ে যান আর ইস্তেগফার ও আরবী যে বাক্য গুলি ছিল তা পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। (কিন্তু এর মানে এটি নয় যে তিনি বয়াত করে ফেলেছেন বরং এটি তার আবেগের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যা সেই সময় আবেগ আপ্লুত হয়ে এমনটি করেছেন) যাইহোক তিনি বলেন, এখন আমি সেই বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখব"।

মিডিয়াও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। জলসার পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে প্রেসও এখন ইসলামের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সত্য সংবাদ প্রচার করতে শুরু করেছে।

ফ্রান্সের পত্রিকা লিবারেশন- এর একজন সাংবাদিক আছেন যার নাম সোনিয়া ডেলেসালে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন," এখানে

পৌঁছানোর পর প্রথমে আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, এই কারণে যে, এখানে তো মহিলা ও পুরুষদের আলাদা আলাদা রাখা হয়েছে। কিন্তু এরপর যখন আমি জলসা প্রাঙ্গন পরির্দশন করলাম তো দেখলাম যে, মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষরা রান্না করছে। এরপর মহিলাদের অংশে সময় কাটিয়ে বুঝতে পারলাম যে পৃথক ব্যবস্থার কারণে তারা অধিক স্বাধীন ছিল আর সবচেয়ে বড় কথা হল সেখানে নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতাও ছিল আর তারা সমস্ত কাজ নিজেদের ইচ্ছা মত করতে পারছিল। (অতএব, আমাদের এখানে বসবাসকারী কতক যুবতী, যারা মনে করে যে পড়াশুনার ও স্বাধীনতার নামে মনে করে যে তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে তাদের এটি ভাবা উচিত যে, অন্যদেরও আমাদের পরিবশেই ভালো লাগে)

আবার বলিভিয়ার ন্যাশনাল সংবাদ চ্যানেলের একজন সাংবাদিক নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, পশ্চিমাদের মতে ইসলাম নারীদের পশ্চাতপদ করে রাখে, আর তাদের কোন মূল্য নাই। কিন্তু আমি এখানে দেখেছি যে, জামাত আহমদীয়ার ইমাম সফল ও কৃতী নারীদের পুরষ্কৃত করছে। আর প্রত্যেককে তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ে আহবান করা হচ্ছে। আমার মনে তখন তীব্র বাসনা জন্মাল যে, ফিরে গিয়ে পত্রিকায় এ ব্যাপারে অবশ্যই লিখবো। পৃথিবীতে কোন নেতা কখনও কি কেবল নারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন? কখনওই নয়।"

এরপর একজন মহিলা সাংবাদিক আন্তর্জাতিক বয়াতের সময় বয়াতের শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি জানি না যে সে সময় আমার কী হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমার জীবনে এমন আবেগ- অনুভুতি পূর্বে কখনও আসেনি। আর এই শব্দগুলি পুনরাবৃত্তি করার সময় আমার নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রথমে আমি ভাবতাম এ ধরণের অনুষ্ঠানে আবেগের মধ্যে উচ্ছাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গীতবাদ্যের ব্যবস্থা করাও জরুরী। তিনি বলেন, মিউজিক ছাড়া আবেগের মধ্যে কোন আলোড়নই সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু এখন আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আন্তর্জাতিক বয়াতের সময় এ আবেগ সরাসরি আহমদীদের হৃদয় থেকে উত্থিত হচ্ছিল। আর কোন ধরনের মিউজিক এতে দরকার হয় নি।"

বলিভিয়া থেকে একজন সাংবাদিক কার্লোস জামিরিয়াস সাহেব বলেন, "যে কথা আমাকে জামাতের আহমদীয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হল জামাত আহমদীয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের উদ্যম আর তা রক্ষায় তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা । এটি এমন একটি বার্তা যা আজকের যুগে খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। অনুরূপভাবে জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সদস্যদেরকে ইসলামের মূল নীতির উপর সমবেত করার আকাঙ্খাও প্রশংসনীয়। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়টিও আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল যে, এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র স্বেছাসেবকদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায় যে কোন কাজ তা যত কঠিনই হোক না কেন তা ঈমান, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। আরও বলেন যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম নর ও নারীর অধিকারসমূহের বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছেন। এর মাধ্যমে আমার অনেক সংশয় দূর হয়ে গিয়েছে। এই বক্তৃতার মাধ্যমে নর এবং নারীর সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার প্রজ্ঞা আমার নিকট উন্মোচিত হয়েছে। এরপর বলেন আহমদী মহিলাদের অসাধারণ সাফল্যও একটি সুখকর বিষয় ছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টারত থাকা নর এবং নারী উভয়ের জন্য জরুরী। প্রথমত পারিবারিক স্তরে, এরপর সামাজিক স্তরে এবং সব শেষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে। এরপর বলেন "সমাপনী বক্তৃতাটি যেমন আহমদীয়া জামাতের জন্য জরুরী অনুরূপভাবে দুনিয়ার অন্যান্য লোক এবং অন্যান্য জাতির জন্যও জরুরী। "

তো যাই হোক জলসার পরিবশ এবং কর্তব্য পালনকারীদের একটি প্রভাব রয়েছে যা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। খোদাতা'লা সমস্ত ডিউটি প্রদানকারীদেরকে এবং জলসায় অংশগ্রহনকারীদেরকেও পুরুস্কৃত করুন যারা নীরবে, নিভৃতে ইসলামের এই নীরব বাস্তবিক প্রচারের অংশ হয়ে থাকেন। আমাদেরকে বিশেষভাবে সেই সমস্ত হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তা, ছেলে ও মেয়ে, নর ও নারীদেরকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখা উচিত। এবার বৃষ্টিপাত হওয়ার দরুন কিছু ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিও হয়েছে অথবা এমনিতেই ঘাটতি থেকে যায় কিন্তু তা-সত্বেও কর্মীরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে এই ঘাটতিকে বেশি বুঝতে দেননি। পানি সরবাহের কাজও কখনো কখনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু সার্বিকভাবে ব্যবস্থাপনা উন্নত মানের ছিল। জলসায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ আহমদীরা নিজেদের যে মতামত আমাকে লিখেছে তা সন্তোষজনক বলেই মনে হয়। কিন্তু কিছু লোকের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। কিন্তু যাই হোক যেভাবে আমি বলেছি এত বিশাল অস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় কিছুটা ঘাটতি থেকেই যায়। কিন্তু সেচ্ছাসেবী ছেলে, মেয়ে, বাচ্চারা যারা কাজ করেছে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কৃতজ্ঞতার দাবীদার এবং ব্যবস্থাপনাকেও আমি বলব কিছু লোকের পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে অথবা মনোযোগ আকর্ষনকারী কথা রয়েছে সেগুলি আমি পাঠাচ্ছি। লাল খাতায় সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করুন এবং ভবিষ্যতে আরো ভাল করার জন্য চেষ্টা করুন।

একইভাবে প্রেস বা সংবাদ মাধ্যমও খুব ভাল কভারেজ দিয়েছে। মিডিয়ার মাধ্যমে সালানা জসলার বিষয়ে মোট ৩৫৮ টি খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং তা এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে তিন কোটি ষাট লক্ষ মানুষের নিকট সংবাদ পৌছানো হয়েছে। টিভি এবং রেডিওতে প্রচারিত খবরসমূহের মাধ্যমে তিন কোটি দশ লক্ষেরও বেশি এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে কুড়ি লক্ষ লোকেদের নিকট বার্তা পৌঁছেছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাঁচ কোটি আশি লক্ষ মানুষের নিকট সংবাদ পৌছেছে। এম.টি.এর যে লাইভ ষ্ট্রিমিং ছিল তাতে শেষ দিন আমার সমাপনী বক্তৃতা লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে প্রায় আড়াই লাখ লোক শুনেছে। এইভাবে খুব কম করে হলেও সমস্ত মাধ্যম দ্বারা ১২ কোটি ৮০ লক্ষের চেয়েও বেশি লোকের নিকট সংবাদ পৌছেছে।

যে সমস্ত জনপ্রিয় মিডিয়া আউটলেটসগুলি জলসার জন্য কভারেজ করেছে তাদের মধ্যে বিবিসি টিভি, বিবিসি রেডিও, আই টিভি, ইন্ডিপেন্ডন্ট পত্রিকা, দি টাইমস পত্রিকা, সানডে এক্সপ্রেস, লন্ডন ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড, নিউইয়র্ক টাইমস এবং ফেসুবক লাইভ অন্যতম। এছাড়াও ছিল এসোসিয়েটেড প্রেস, প্রেস এসোসিয়েশন, স্পেনিশ নিউজ এজেন্সি ই.এফ.ই, ইন্ডিয়ান নিউজ এজেন্সি, বিটিআই, ফ্রেঞ্চ নিউজ লিবারেশন এবং ইউনিল্যাড।

যাই হোক প্রেসের মাধ্যমে ব্যাপকহারে আহমদীয়া জামাতের যে বার্তা এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌছেছে, আমাদের এজন্য খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

আফ্রিকাতেও সালানা জলসার কভারেজ হয়েছে। আফ্রিকাতে এম.টি.এ আফ্রিকা ছাড়া দশটি চ্যানেলে সালানা জলসার সম্প্রচার দেখানো হয়েছে। যাতে মোট ১৫০-এর থেকে বেশি ঘন্টা বিভিন্ন দেশে সম্প্রচারিত হয়েছে। এই সমস্ত চ্যানেলসমূহের মাধ্যমেও প্রায় ৬ কোটিরও বেশি মানুষের নিকট সালানা জলসার অনুষ্ঠান পৌছেছে। সেই দশটি চ্যানেল আন্তর্জাতিক বয়াত এবং আমার সমস্ত খুতবা ও বক্তৃতাসমূহ সরাসরি সম্প্রচার করেছে। সিয়েরালিওন ন্যাশনাল টিভি নিরবিচ্ছিন্নভাবে তিনদিন সালানা জলসার মোট একশ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। অপরদিকে বাও এবং কেনিমা টিভি সালানা জলসার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ প্রচার করার জন্য নিজেদের জাতীয় সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল। এইভাবেই পুরো দেশে সালানা জলসার তিন দিনের অনুষ্ঠান দেখা এবং শোনা হয়েছে। গাম্বিয়াতে এই প্রথম ন্যাশনাল টেলিভিশন সালানা জলসার বক্তৃতাসমূহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ দেখিয়েছে।

সালানা জলসার সরাসরি সম্প্রচার ছাড়াও বিবিসি উগান্ডা সালানা জলসার খবর সাওয়াহেলি ভাষায় প্রচার করেছে এবং এই চ্যানেলটিও ব্যপকহারে দেখা হয়। সেই এলাকায় প্রায় দুই কোটি লোক দেখে থাকে। ঘানার ন্যাশনাল টেলিভিশন এবং রেডিও নিউজ স্টোরেজ এর মাধ্যমে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের নিকট খবর পৌছেছে। সমস্ত আফ্রিকান মিডিয়াসমূহ জলসা সালানা ইউ.কে. এর সংবাদ পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেল সমূহের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের নিকট সংবাদ পৌছেছে।

এসব খোদা তা'লার ফযল। এতে আমাদের প্রচেষ্টা প্রায় নগণ্য হয়ে থাকে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যে নগণ্য প্রচেষ্টাসমুহ থাকে তার জন্য আমি আমাদের প্রেস এবং মিডিয়া বিভাগের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব এবং অন্যান্য দেশের যে প্রেস এবং মিডিয়া বিভাগ রয়েছে তারাও কাজ করেছে। খোদা তা'লা তাদেরকে পুরষ্কৃত করুন। এসব খবরসমূহ ব্যাপকহারে তবলীগের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। খোদা তা'লা করুন যেন সর্বদা আমরা আমাদের দায়িত্বসমূহ পালনকারী হই এবং খোদা তা'লার কল্যাণসমূহ অর্জন করার জন্য সতত ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে নিজ দায়িত্বসমূহ পালনকারী হই।

একইভাবে একটি বিষয় বাকি ছিল তাও আমি উল্লেখ করছি। এ বছরও গত বছরের ন্যায় কানাডা থেকে খোদ্দামরা এসেছিল যারা ওয়াকারে আমল (সাফাই অভিযান) করে 'ওয়াইনডাপে' (গোটানোর কাজ) অংশগ্রহণ করেছে এবং এবার এরা চার্টার প্লেনে এসেছিল। তারা খুব ভাল কাজ করেছে। চার-পাঁচ দিন যাবৎ কাজ করেছিল। জলসা শেষ হওয়ার পর থেকে

গতকাল পর্যন্তও তারা কাজ করেছে। খোদা তা'লার ফযলে অনেক কাজ গুছানো হয়েছে। বাকি যা রয়ে গেছে তা পুনরায় আজ থেকে ইউ.কে এর খোদ্দামরা বরং গতকাল থেকেই শুরু করে দিয়েছে। খোদা তাআলা তাদেরকে পুরষ্কৃত করুন এবং কানাডার যেসকল খোদ্দামগণ রয়েছে আমি আশা করছি যে তারা জলসার পূর্বেই এসেছে এবং জলসা শুনেছে। আর যদি না শুনে থাকে তবে খুব ভুল করেছে। এজন্য ভবিষ্যতে যদি আসেন তবে জলসার তিন দিন জলসা শুনুন এবং নিজেদের ওয়াইনডাপ প্রোগ্রামে অংশগহন করুন। খোদা তাআলা সকলকে পুরষ্কৃত করুন যারা কাজ করেছেন পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তা যারা ছিলেন এবং এ জলসা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার যে সুযোগ মিলেছে তা নিজ জীবনের অংশ বানানোর সৌভাগ্য প্রদান করুন।

নামাযের পর আমি কয়েকটি জানাযা গায়েব পড়াব।

একটি জানাযা হচ্ছে মোকাররম সাহেবযাদি যাকিয়া বেগম সাহেবার যিনি কর্নেল মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন এবং হযরত নওয়াব আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবা ও নওয়াব আব্দুল্লাহ খান সাহেবের কন্যা ছিলেন। গত ২৩ শে জুলাই রাতে তাহের হার্ট ইনস্টটিটিউটে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তোকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

মোকাররমা সাহেবযাদা কর্নেল মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন যিনি হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। একইভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দৌহত্রীও ছিলেন এবং তাঁর প্রৌত্র বধুও ছিলেন। গত তিন চার বছর যাবৎ অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন এবং গত কয়েক মাস যাবৎ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। খোদা তা'লার ফযলে মুসীয়া ছিলেন। অনেক পুরনো ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার ৫ জন কন্যা সন্তান ছিলেন। তার সন্তান আমাতুশ শাফি সাহেবা মোকাররম মাহমুদ আহমদ খান সাহেবের স্ত্রী যিনি নিজেও হযরত নওয়াব মুবারাকা বেগম সাহেবার পৌত্রী ছিলেন। একইভাবে আমাতুল নাসের তার স্বামী ছিলেন সৈয়দ শাহেদ আহমদ। আমাতুল নাসের যিনি ডাক্তার নুরির স্ত্রী এবং আমাতুল মাগিয যিনি মানুযুরুর রহমানের স্ত্রী আমেরিকায় থাকেন। তার স্ত্রী এবং আমাতুল নাসীর নাযহাত রাজ আব্দুল মালেক সাহেবের স্ত্রী। আল্লাহ্ তাআলা তার সন্তানদেরকেও নেকী এবং তাকওয়ায় সমৃদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং নিজের পূর্ব পুরুষদের পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

মোহতারমা জাকিয়া বেগম সাহেবা করাচিতে মুহাম্মদ আলী সোসাইটিতে সদর লাজনা হিসাবে সেবা করছেন। কোহাটে অবস্থানের সময়েও তিনি লাজনার কাজে অংশগ্রহণ করার তৌফিক পান। নওয়াব আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবা একটি প্রবন্ধে নিজের সন্তানদের সম্পর্কে যা লিখেন সেখানে তার অত্যন্ত প্রশংসা করেন যখন নওয়াব আব্দুল্লাহ খান সাহেব মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি তার মাতার অসাধারণভাবে সেবা করার কথা উল্লেখ করেছেন। ডাক্তার নূরী সাহেব লিখেন যে তার আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উচ্চ মানের ছিল এবং কোন ধরনের কৃত্রিমতা ছাড়াই তিনি প্রত্যেকেরই মেহমান নেওয়াযি করতেন এবং প্রত্যেককে স্বাগতম জানাতেন। একইভাবে ডাক্তার নূরি সাহেব বলেন যে, যখন আমি জীবন ওয়াকফ করি এবং অবসরের পর তখন তিনি বলেন আমার ইচ্ছা এই ছিল যে কোন ছেলে সন্তান হলে তাকে ওয়াকফ করার এবং তোমার ওয়াকফ থেকে আমার এই নেক ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তার সঙ্গে ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযাহ হল, মোকাররম তারেক মাসউদ সাহেব মুরুব্বী সিলসিলার। তিনি নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ কেন্দ্রের মুরুব্বী ছিলেন। ইনি মোকাররমা মাসউদ আহমদ তাহের সাহেবের পুত্র। গত ২৪ জুলাই তারিখে ২৭ বছর বয়সে রাবওয়াতে বিদ্যুত স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিআল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজয়ুন। তার বংশে আহমদীয়াত তার পিতামহ মোকাররম মোহর বাখশ সাহেব এর মাধ্যমে আসে। তারা কাশ্মিরের রাজোরীর বাসিন্দা ছিলেন। মোহর বাখশ সাহেব ১৯২০ সালে হযরত খলীফাতুলমসীহ আল সানি (রা.) এর হাতে বয়াত করে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

তারেক মাসউদ সাহেব তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলে থেকে ২০০৭ সালে মেট্রিক পাস করার পর জামেয়াতে শিক্ষা অর্জন করেন এবং ২০১৬ সালে এফ এ এর পরীক্ষা দেন। ২০১৪ সালে তিনি জামেয়া পাস করেন। যুবক মুরুব্বী ছিলেন কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও ভদ্র প্রকৃতির ছিলেন। পিতামাতার প্রতি এবং বন্ধুদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং গরীবের প্রতিও খেয়াল রাখতেন। নিজের স্বল্প অর্থ থেকেও তিনি গরীবদের সাহায্য করতেন। অনেক গরীবরা পরবর্তীতে তার এরূপ সাহায্য করার কথা উল্লেখ করেন। তিন চার দিন পর তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে মৃত্যু দান করলেন। আল্লাহ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং ক্ষমা ও রহমের আচরণ করুন। মরহুম মুসী ছিলেন। পিছনে তিনি তার পিতামাতা ছাড়াও তিন ভাই মোকাররম আশফাক আহমদ জাফর সাহেব , সারফেরাজ আহমদ জাবেদ সাহেব, এবং আতাউর রহমান সাহেব এবং একই শহরের বসবাসকারী ফওযীয়া মামউদ সাহেব। তার পিতা বর্ণনা করেন যে খেলাফতের সাথে অপরিসীম ভালবাসা রাখতেন অত্যন্ত নেক মানুষ ছিলেন। মুরুব্বী হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি বাজামাত নামাযের প্রতি সর্বদা যত্নশীল ছিলেন। পরিবারে সদস্যদেরকে তিনি নামাযের উপদেশ করতেন ফজরে নামাযের পরে তিনি নিয়মিতভাবে কুরআন করীম তেলাওয়াত করতেন এবং তাকে দেখে আমরাও আমাদের দুর্বলতার প্রতি লজ্জাবোধ করতাম। সে অত্যন্ত অনুগত ছেলে ছিল। সকলের সাথে ভালবাসা পূর্ণ কথা বলতেন। পরিবারে এবং পিতা মাতার সাথে কখন মতবিরোধপূর্ণ আচরণ করতেন না। যদি আদেশ অমান্য করতেন তখন ধৈর্য্যের সাথে তা বুঝতে চেষ্টা করতেন খেলাফতের জন্য অপরিসীম ভালবাসা রাখতেন। যদি কেউ এমন কথা বলত যা জামাত অথবা মানসাবে খেলাফত এর বিপক্ষে হত তখন তিনি তৎক্ষনাত যাবে তা থামিয়ে দিতেন। আর যদি তারা না থামত তখন তিনি সেই সভা থেকে উঠে চলে যেতেন। আল্লাহ্ তাআলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তার পিতামাতাকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করুন।

তৃতীয় জানাযা হচ্ছে মোকাররম শাকিল আহমদ মুনির সাহেব এর যিনি অস্টেলিয়ার সাবেক মিশনারী ইনচার্য ছিলেন আর সে সময় করাচীতে ছিলেন। ৩ শে জুলাই ৮৫ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয় ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার কুরআন শরীফের আরবি ভাষার অনুবাদ করারও সৌভাগ্য হয়। ভারতের মুঙ্গের নামক স্থানে তিনি বসবাস করতেন। বিহার প্রদেশের বাসিন্দা তার বাবা হাকিম খলিল আহমদ সাহেব বিহারের প্রথম দিকের আহমদীদের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত ছিলেন যিনি ১৯০৬ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর হাতে বয়াত করেন কিন্তু তিনি দাসতি বয়াত করতে পারেন নি এবং তার পিতারও কাদিয়ানের নাযেরে তালিম হিসাবে দশ বছর খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ হয়। মোকাররম শাকিল মুনীর সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা তালিমুল ইসলাম কলেজ কাদিয়ান এবং লাহোরে অর্জন করেন তারপর ঢাকা থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে এম.এস.সি ডিগ্রী অর্জন করেন। অতপর জামাতের শিক্ষা বিভাগের সাথে সংযু ক্ত হয়ে কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় পশ্চিম আফ্রি কার দেশ গুলোতে অতিবাহিত করেন। ঐ সময় তিনি ধর্মীয় কাজও করতেন। নাইজেরিয়ার শিক্ষা মন্দ্রানালয়ের প্রধান শিক্ষা অফিসার হিসাবেও কাজ করেন। আহমদীয়া মিশন ওয়ারী নাইজেরিয়ার পূর্ব অঞ্চলের আট বছর পর্য ন্ত রিজিওনাল সদর ছিলেন। আর তিনি ও তার স্ত্রী নুসরাত জাহা একাডেম ওয়াহ এর সূচনা করেন এবং সেটি নুসরাত জাহা স্কীম এর অধিনে স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুল ও কলেজের অফিস ছিল। তার তবলীগের ও অনেক ইচ্ছা ছিল নাইজেরিয়াতে দুটি অত্যন্ত সফল ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। ঐ সময় তিনি ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে বেশকয়েকটি বইও লিখেন। তার কিছু বইরের নাম হল Islam in spain, shroud and other diversories এবং নাইজেরিয়াতে তিনি নিজ খরচে একটি মিশন হাউসও নির্মান করেন। একটি সত্য স্বপনের ফলে তিনি অতপর নিজেকে ওয়াকফ করার জন্য পেশ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে তার ওয়াকফ কবুল করেন নেন এবং অস্টেলিয়ার প্র থম আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে তাকে নিযুক্ত করেন। অতপর তিনি ৫ জুলাই ১৯৮৫ ইং সালে অস্টেলিয়া যান। তার জন্য অস্টেলিয়ার ভিসা নেয়া অনেক কঠিন ছিল, মুসলমান মুবাল্লোগকে ভিসা দেয়া হত না। বিশেষ করে সেখান কার ডাক্তার এজাকুল হক সাহেবের চেষ্টা প্রচেষ্টায় ভিসাও তিনি পেয়ে যান আর তিনি কাজ শুরু করেন। মসজিদ বায়তুল হাদী যা অষ্ট্রেলিয়ার একটি খুব সুন্দর মসজিদ তার স্থাপনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ তে ঐ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে করেন। অতপর তার নির্মানে অর্থনৈতিক অবস্থা খুব দুর্বল থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজ ওয়াকারে আমল এর মাধ্যমে করাতেন এবং তিনি নিজেও ওয়াকারে

আমল করতেন, একবার কাজ করার সময় সিড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তার বাহুর হাড্ডিও ভেঙ্গে যায় কিন্তু তার পরেও তিনি মসজিদে নির্মানের কাজ চালু রাখেন আর অনেক সুন্দর ও বড় মসজিদ সেখানে নির্মত হয়। তিনি যখন সেখানে যান তখন সেখানে থাকার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সেখানে জামাত জমি ক্রয় করে সেখানে একটি টিনের ছাউনি ছিল। সেই ছাইনর এক পাশে দুই জুন স্বামী স্ত্রী নামায পড়তেন এবং অন্য পাশে চিনের ছাদ দিে য়ে এবং কাপড়ের ছাদ দিয়ে তারা বসবাস করা শুরু করলেন এবং সেখানে অনেক কুরবানী করেন। ১৯৯১ সালে পুনরায় তার নিযোগ নাইজেরিয়া তে হয় এবং প্রিন্সিপাল হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ)রাবে.) এই জামেয়া আহমদীয়ার খেদমত করেন। ১৯৮৯ সালে জামাতে আহমদীয়র

দরূদ শরীফের মাঝে যেই দোয়া 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদঁেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ এবং আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ' এই দোয়ার যদি অংশীদার হতে চাও এবং প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হতে চাও তাহলে সেই তাক্ওয়া সৃষ্টি করো যা আল্লাহ্ তা'লা চান। সেই তাক্ওয়া সৃষ্টি করো যা শেষ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত আনয়নকারী নবী হযরত খাতামুল আম্বীয়া মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) সৃষ্টি করার জন্য এসেছিলেন।

অতএব আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাক্ওয়া ব্যতীত না কোন ইবাদত কাজে আসবে আর না কোন কুরবানী কাজে আসবে। এই রূহ আমাদের নিজেদের ভিতরে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সকল বিধি নিষেধের ওপর মনোযোগ দিয়ে দৃষ্টি দেওয়ার পর এতে আমল করার চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং এই ঈদকেও আমাদের সেই ঈদ বানানোর চেষ্টা করা উচিত যার ভিত্তি তাক্ওয়ার ওপর। সেই সকল অনুগ্রহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যাদের আল্লাহ্ তা'লা সুসংবাদ দেন। যাদের ভান্ডারগুলোকে নিজের পুরস্কার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরবানী বা নেকী বা অনুগ্রহকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এক দিনের জন্য নয়।

যাদের দুম্বা বা ভেড়া কুরবানী করার সামর্থ্য নেই, যার মাধ্যমে তারা বাহ্যিকভাবে কুরবানীর বহি:প্রকাশ করতে পারে, তারা নিজেদের সময়কে ইসলামের তবলীগের জন্য উৎসর্গ করুন, লিফলেট বিরতণ করুন, নিজেদের যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন, নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের তবলীগ করুন, নিজের কর্মক্ষেত্রে নিজের চালচলনে এবং আদর্শে লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করুন। সেক্ষেত্রে এই নিরবচ্ছিন্ন আমল পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এটিই একটি কুরবানী।

খুতবা ঈদুল আযহা, ১৩ অক্টোবর, ২০১৩

তাশাহহুদ তা'আউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আই.)নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন "লাইয়্যানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিইয়্যানালুহুত তাক্ওয়া মিনকুম কাযালিকা সাখখারাহা লাকুম লিতুকাব্বেরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম ওয়া বাশশেরিল মুহসিনীন।" এই আয়াতের অনুবাদ হল-"এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাক্ওয়া পৌঁছে। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও" (সূরা হাজ্জ : ৩৮)।

আজ আল্লাহ্তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাদের জীবনে আরো একটি ঈদুল আযহা উদযাপনের তৌফিক দান করেছেন। বারবার আগমনকারী জিনিস ও আনন্দঘন মুহূর্তকেই ঈদ বলে। 'আযহিয়া' শব্দের অর্থ হল সূর্য উদয়ের পর অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া এবং কুরবানীর ছাগলও এর এক অর্থ। যাই হোক, সাধারণত আমরা একে, এই ঈদকে 'কুরবানীর ঈদ' বলে থাকি। কুরবানীর ঈদ এই নামটি সাধারণত মুসলমানদের মাঝে এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, খুশির সময় এসেছে, পশুদের জবাই কর, আনন্দ কর, মাংস খাও আর এটি ঈদ হয়ে গেল। এ কারণে আমরা দেখি যে, এই ঈদে মুসলমানরা লক্ষাধিক সংখ্যায় বরং কোটি কোটি সংখ্যায় পশু জবাই করে থাকে। মক্কায় যেখানে হজ্জ হয়ে থাকে সেখানেই লক্ষাধিক পশু জবাই করা হয়ে থাকে। পাকিস্তান ও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশসমূহে যেখানে মুসলমানরা রয়েছে বিশেষ ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের পাকিস্তান ও ভারতে, বিত্তবান লোকদের মাঝে বড় ও খুব সুন্দর পশু কেনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কেউ বলে যে, আমি এত লক্ষ টাকায় এই ষাঁড় ক্রয় করেছি আর কেউ বলে যে, আমি এত হাজার টাকায় এই ভেড়া বা দুম্বা অথবা খাসি ক্রয় করেছি। তারপর একে খুব সুন্দর করে সাজানো হয় এ কারণে যে, এটিও হুকুম রয়েছে যে, খুব সুদর্শন পশু কুরবানী দাও। তাই বাহ্যিকভাবেও একে খুব সুন্দর করার চেষ্টা করে থাকে। আর বাহ্যিকতার ওপরই বেশি জোর দিয়ে থাকে। এমন লোকেরাও কুরবানী করে যারা, না তারা জীবনে নামায পড়ে আর না তারা রোযা রাখে। এমনকি এমন লোকও রয়েছে যারা হয়তবা বছরে ঈদের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযই পড়েনি। কিন্তু এই বড় বড় কুরবানী তারা অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে উপস্থাপন করে থাকে। তারপর এই কুরবানীর পর তারা ভুলে যায় যে, আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্যও রয়েছে। সারাদিনই দাওয়াত খাওয়া আর গল্প-গুজবেই মেতে থাকে। সেইদিন অধিকাংশ লোক নামাযও আদায় করে না আর এভাবেই ঈদ হয়ে গেল।

আল্লাহ্তা'লা বলেন,-নি:সন্দেহে এটি কুরবানী ঈদ, নি:সন্দেহে একটি কুরবানী করার অধিকার আদায়কারী পিতা ও পুত্রের স্মরণে প্রত্যেক বছর উদযাপনকারী এটি একটি ইসলামী উৎসব। কিন্তু স্মরণ রাখুন, শুধুমাত্র আনন্দ করা এই কথার ওপর যে, আমাদের বুযুর্গরা চার হাজার বছর পূর্বে কুরবানী উপস্থাপন করেছিল অথবা সেই বুযুর্গ এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিতরা কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, এটি যথেষ্ট নয়। সেটিতো সেই খোদা তা'লার প্রেরিতদের কাজ ছিল, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমন কাজটিই করেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই কাজকে কবুলও করেছেন। পরবর্তীতে তাদের ধারাবাহিক কুরবানীর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় পূর্বের ঘরের ভিত্তিপ্রস্তর চিহ্নিত করে এতে মজবুত দেওয়াল তৈরী করে তাদেরকে আরো একটি মহান পুরস্কারে ভূষিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার এই ঘর পুনর্নির্মাণে এখন তোমরা দু'জন নয় বরং তিনজন, কেননা পিতা, মাতা ও পুত্র এতে যুক্ত হয়ে গেলে, ভবিষ্যতে আগমনকারী লোকদের জন্য তোমাদের সবাইকে তিনি সর্বদা স্মরণযোগ্য বানানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর এর থেকেও বড় পুরস্কার এটি দিয়েছেন যে, এই ঘরের দেওয়াল তৈরীর সময় এই দুই বুযুর্গ হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) দোয়া করেছিলেন যে, আমাদের বংশধরদের মাঝ থেকেও এক মহান নবী প্রেরণ করুন (বাকারা-৩০), এই দোয়াকে কবুলিয়্যতের মর্যাদায় ভূষিত করে ঐ মহান নবীকে প্রেরণ করেন যিনি আল্লাহ্ তা'লার সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন এবং আছেন ও থাকবেন। যার আগমনে আল্লাহ্ তা'লার এই ঘরের গুরুত্ব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যিনি তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করানোর সুউচ্চ মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই দুই বুযুর্গকে এবং তাঁদের বংশধরদের সব সময়ের জন্য রসূল করীম (সা.) এবং তাঁর (সা.) উম্মতের মাধ্যমে প্রত্যেক নামাযের দরূদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর দোয়াতে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতএব এটি সেই বুযুর্গদের কুরবানীর ফল ছিল যা তারা লাভ করেছে এবং তারা এটি পেয়েই চলেছে। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন যে, তোমরা এটি মনে করো না যে, তারা এই পুরস্কার একটি ভেড়া কুরবানী করার কারণে পেয়েছিল আর তোমরাও একটি ছাগল বা ভেড়া বা গরু কুরবানী করে এই পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, না তাদের কুরবানীর মাংস ও রক্ত তাদেরকে বা তাদের বংশধরদেরকে এই মর্যাদা দিতে পেরেছে আর না আমার শেষ নবী (সা.)-এর মান্যকারী এবং তাঁর বংশধরদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত লোকদেরকে এই ভেড়া, খাসি ও গরুর কুরবানী করা কোন মর্যাদা দিতে পারবে।

দরূদ শরীফের মাঝে যে দোয়া **'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদঁেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ এবং আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ'** এই দোয়ার যদি অংশীদার হতে চাও এবং প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হতে চাও তাহলে সেই তাক্ওয়া সৃষ্টি করো যা আল্লাহ্ তা'লা চান। সেই তাক্ওয়া সৃষ্টি করো যা শেষ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত আনয়নকারী নবী হযরত খাতামুল আম্বীয়া মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) সৃষ্টি করার জন্য এসেছিলেন। আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের কুরবানীর বাহ্যিক দিক কোন ফলাফল সৃষ্টি করে না বরং সেই আত্মা ফলাফল সৃষ্টি করে থাকে যার সাথে কুরবানী দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্তা'লা বলেন, স্মরণ রেখো! তাক্ওয়া ব্যতীত ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে না আর না তাকওয়া ব্যতীত এর ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে আর কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, তোমাদের কুরবানীর মাংস ও রক্ত কখনই আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছায় না। তিনি বলেন-**"ওয়ালাকি ইয়ানালুহুত তাক্ওয়া মিনকুম"** অর্থাৎ তোমাদের হৃদয়ের তাক্ওয়া আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছায়। এই কুরবানীসমূহ তা যেভাবেই হোক না কেন, তোমাদের আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছার এটিই মাধ্যম। তবে সেই অবস্থায় যখন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটি করা হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জিত হয় বিশেষত তাঁর মাহাত্ম বর্ণনার মাধ্যমে, তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে, যে সকল আদেশ নিষেধ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন তার ওপর আমল করার মাধ্যমে, কুরআন করীমে যে সকল আদেশ রয়েছে তার ওপর আমল করার মাধ্যমে। ইসলামের যে সারমর্ম ও মূলবস্তু রয়েছে তা অর্জনের মাধ্যমে। তোমরা এই চিন্তাভাবনা নিয়ে কুরবানী করলে তোমাদের জন্য সুসংবাদ এই যে, তোমরা খোদা

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

কিছু সময় পূর্বে জামেয়ার প্লট সংলগ্ন একটি বিল্ডিংও ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ইউরো মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। এর মোট আয়তন ২৫০০ বর্গমিটার। আর কেবল বিল্ডিংটির আয়তন হল ১০৪৫ বর্গমিটার। এটি দ্বিতল বিশিষ্ট যার মধ্যে ২টি বড় বড় হলঘর ও ১৪ টি কামরা রয়েছে। আমাদের প্রিয় ইমাম অসংখ্য ব্যস্ততা সত্বেও আজ সময় বের করে উপস্থিত হয়েছেন। এর কারণে আমরা খোদার নিকট সেজদাবনত হই এবং তাঁর প্রতি আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

জামেয়ার ছাত্রদেরকে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

রিপোর্ট ঃআব্দুল মাজেদ তারেক

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

২২ এপ্রিল, ২০১৮

আজ জামেয়া আহমদীয়া জার্মানী থেকে সফলভাবে উত্তীর্ণ মুবাল্লীগগণের দ্বিতীয় ক্লাসকে 'শাহেদ' সনদ প্রদানের অনুষ্ঠান ছিল।

জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর সূচনা হয় ২০০৮ সালে জার্মানীর জামাতের কেন্দ্র বায়তুস সুবুহ-র একটি অংশে। হুযুর আনোয়ার তাঁর জার্মানির পরিভ্রমণ কালে ২০০৮ সালের ২০ শে আগস্ট জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর ভিত্তি রাখেন। খুদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানী বায়তুস সুবুহ-তে তাদের কেন্দ্র 'আইওয়ানে খিদমত'-এ নিজেদের অফিস সংলগ্ন দুটি হলঘর ও গ্যালারি খালি করে দিয়েছিল। এই দুটি হলঘরে জামেয়ার অফিস, প্রিন্সিপাল অফিস, স্টাফ রুম এবং ক্লাস কক্ষ ও এসেম্বেলীর জন্য জায়গা তৈরী করা হয়। ছাত্রাবাসের জন্য বায়তুস সুবুহর তিনতল বিশিষ্ট বাস ভবনটিকে ব্যাবহারে আনা হয়। ছাত্রদের প্রয়োজনের জন্য একটি বড় মাপের লাইব্রেরী আগে থেকেই বায়তুস সুবুহতে মজুত ছিল। অনুরূপভাবে মসজিদ, অনুষ্ঠান হল, কিচেন, ডাইনিং হল, স্পোর্টস হল এবং পার্কিয়ের জন্য প্রশস্ত জায়গা- এই সমস্ত কিছুই বায়তুস সুবুহতে ছিল। এই কারণে ২০০৮ সালে বায়তুস সুবুহতে জামেয়া আহমদীয়ার উদ্বোধন হয়। এরই মধ্যে ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে ৫৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত শহর রেড শিডে মসজিদ আযিয সংলগ্ন ৫৭০০ বর্গমিটার ভূখণ্ডটি জামেয়ার বিল্ডিংয়ের জন্য ক্রয় করা হয়।

১৫ই সেপ্টম্বর, ২০০৯ সালে হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মান পরিদর্শনকালে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর নতুন ভবনের ভিত্তি রাখেন। তিন বছরে এই নতুন ভবনটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়।১৭ ই ডিসেম্বর ২০১৭ সালে হুযুর আনোয়ার (আই.) নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। এই ভূ-খণ্ডটির পশ্চিমাংশে জামেয়ার পঠন-পাঠন এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা, ও লাইব্রেরীর জন্য দ্বিতল বিল্ডিং রয়েছে। এই নতুন বিল্ডিংয়ে সাতটি শ্রেণীকক্ষ এবং দুটি হলঘর আছে। এছাড়াও রয়েছে লাইব্রেরী, কম্পিউটার রুম, প্রিন্সিপালের অফিস, স্টাফ রুম, প্রবন্ধক কক্ষ, একটি বড় কিচেন, এবং একটি ডাইনিং হল। এছাড়া কয়েকটি গ্যালারী ও লবি রয়েছে। এই প্লটের পূর্ব দিকে রয়েছে মসরূর হোস্টেলে দ্বিতল বিল্ডিং। হোস্টেলের এই ভবনের বড় আকারের মোট ৩১ টি কক্ষ রয়েছে এবং সাধারণ কক্ষ হিসেবে একটি হলঘর রয়েছে যেখানে ইন্ডোর গেমের ব্যবস্থা রয়েছে। হোস্টেলের একটি অংশে লন্ড্রী রুমও রয়েছে। ছাত্রদের ফুটবল, ভলিবল এবং বাস্কেট বল খেলার জন্যও একটি জায়গা তৈরী করা হয়েছে।

কিছু সময় পূর্বে জামেয়ার প্লট সংলগ্ন একটি বিল্ডিংও ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ইউরো মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। এর মোট আয়তন ২৫০০ বর্গমিটার। আর কেবল বিল্ডিংটির আয়তন হল ১০৪৫ বর্গমিটার। এটি দ্বিতল বিশিষ্ট যার মধ্যে ২টি বড় বড় হলঘর ও ১৪ টি কামরা রয়েছে। এই চোদ্দটি কামরাকে সামান্য পরিবর্তন করে শিক্ষকদের জন্য তিনটি ফ্যামিলি কোয়ার্টার এবং দুটি সিঙ্গল কোয়র্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার সকাল দশটা চল্লিশ মিনিটে নিজের বিশ্রাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে রেড স্টেটেড শহরের দিকে রওনা হন। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পর জামেয়া আহমদীয়া পৌঁছান।

আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য জামেয়ার গন্ডীর মধ্যে একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার মঞ্চে আসেন। এই অনুষ্ঠানে জামেয়ার জার্মানীর শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে জার্মানীতে জামাতের খিদমতের জন্য নিযুক্ত মুবাল্লিগণ এবং আজকে সনদ অর্জনকারী মুরুব্বীগণ ও অন্যান্য অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

তিলাওয়াত এবং নযমের পর মুবারক তানবীর সাহেব সদর তালিমী কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন। আলহামদো লিল্লাহ্ জামেয়া জার্মানীর আজকের দিনটি বড়ই বরকতপূর্ণ। আজ এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের প্রিয় ইমামের হাতে লাগানো বাগানের দ্বিতীয় উপস্থাপন করার তৌফিক লাভ করছে। জামেয়ার দ্বিতীয় ক্লাস হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাত থেকে সনদ অর্জন করার তৌফিক পেতে চলেছে।

আমাদের প্রিয় ইমাম অসংখ্য ব্যস্ততা সত্বেও আজ সময় বের করে উপস্থিত হয়েছেন। এর কারণে আমরা খোদার নিকট সেজদাবনত হই এবং তাঁর প্রতি আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সৈয়্যদী! ২০০৯ সালে জার্মানী, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং বুলগেরিয়ার ২৩ জন ছাত্র এই এখানে প্রথম ভর্তি হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাদের মধ্যে ১৬ জন ছাত্র কোর্স সম্পূর্ণ করেছে। এরা সকলেই ওয়াকফে নও-এর বরকতপূর্ণ স্কীমের অন্তর্ভুক্ত। এই বছরের ৩২ জন মুবাল্লিগ তৈরী করার তৌফিক পেয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি। নির্ধারিত পাঠক্রম ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্যসমৃদ্ধ লেকচারের মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞানগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মতত্ত্বজ্ঞান-এর পাঠক্রম ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের কেন্দ্রে পাঠানো হয়ে থাকে যাতে তারা সরাসরি ব্যবস্থাপনাটি বুঝে উঠতে পারে এবং তথ্যও সংগ্রহ করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদী এবং খৃষ্টান সেন্টারগুলিতে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামেয়ার সঙ্গে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের যোগাযোগ রয়েছে। এবং মাঝে মধ্যেই টিভি, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট এসে থাকে। সম্প্রতি জার্মানীর জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল জেড.ডি.এফ একটি অনুষ্ঠানের জন্য তিনটি প্রমূখ ধর্মের কিভাবে ধর্মীয় পন্ডিতদের প্রস্তুত করা হয় সে সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র তৈরী করা হয় যাতে আমাদের জামেয়ার সাদেক আহমদ বাট সাহেবকে ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে নেওয়া হয়। ৪৫ মিনিটের এই তথ্যচিত্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীরর ছাত্রদেরকে নিয়ে ছিল। তাদের মতে এই অনুষ্ঠানটি ১৯ লক্ষ মানুষ দেখেছে।

শিক্ষার্জনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্ররা জার্মানী ছাড়াও অন্যান্য দেশে অস্থায়ী ভাবে সফর করেন যেমন- কাবাবীর, সুইডেন, ইউ.কে ইত্যাদি।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশ অনুসারে দুই সপ্তাহের জন্য পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদেরকে জামেয়া আহমদীয়া ইউ.কে-র ছাত্রদের সঙ্গে পরস্পর মত বিনিময় অনুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে ছাত্ররা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সান্নিধ্য লাভ ছাড়াও পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং পরস্পরকে বোঝার সুযোগ পায়।

অন্যানা জামেয়ার ছাত্রদের মত জার্মানীর জামেয়ার ছাত্ররাও এম.টি.এর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

নিয়মিত পাঠক্রম ছাড়াও জামেয়ার সঙ্গে শহর প্রশাসনের সুসম্পর্ক রয়েছে। শহর প্রশাসনও প্রয়োজনের সময় জামেয়ার ছাত্র এবং শিক্ষকদেরকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করে। শরণার্থীরা আসার পর প্রশাসনের যেমন একদিকে মুখপাত্রের প্রয়োজন দেখা দিলে জামেয়ার ছাত্ররা সেই দায়িত্ব পালন করে। এবং তার সঙ্গে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য জামেয়ার অন্যান্য বস্তর সঙ্গে এক হাজার ইউরো নকদ অর্থও দান করা হয়। শহরের সাফাই অভিযান হোক বা রক্ত দান শিবির, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামেয়ার ছাত্ররা সব ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। গত বছর জামেয়ার ভিতরেও রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে ৫৯ জন ছাত্র রক্ত দান করেন। আকীল আহমদ সাহেব নামে এক ছাত্র ধারবাহিক ভাবে দশ বার রক্ত দান করার কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। (ক্রমশঃ)

****

তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যাবে, অনুগ্রহ বর্ষিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে, হেদায়াত লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেই সকল পুরস্কাররাজি অর্জনকারী হয়ে যাবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, **"ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত"** অর্থাৎ নিশ্চয় নিয়্যত বা উদ্দেশ্য দ্বারাই কর্ম নির্ধারিত হয়। (বুখারী, কিতাব-বাদউল ওহী বাব কাইফা কানা বাদাআল ওহী ইলা রাসুলুল্লাহ)

অতএব নিয়্যত যদি তাক্ওয়ার ওপর চলা এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার বিধি নিষেধের ওপর আমল করার চেষ্টা প্রচেষ্টা হয় তাহলে এই কুরবানী গ্রহণীয় হবে। তারপর এই কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করাও খোদাতা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী বানাবে। আল্লাহ্ তা'লার মাংসের কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যখন নিয়্যত নেক হয়, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হয় এবং কুরবানী করার পর এর থেকে গরীব ভাইদের অংশ আল্লাহ্ তা'লার আদেশের ওপর আমল করার নিয়্যতে দেওয়া হয়ে থাকে যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হুকুকুল ইবাদ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ্তা'লা যিনি ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন তখন এই কুরবানীর বাহ্যিক চর্ম অথবা মাংসেরও প্রতিদান তিনি দিয়ে দেন। সেই সমস্ত ধনী দেশসমূহে বসবাসকারী যাদের তৌফিক রয়েছে তারা জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে অথবা নিজ ব্যবস্থায় পাকিস্তান এবং গরীব দেশসমূহে কুরবানী করুন। কেননা এমনও অনেক আছে যারা মাসেও একবার মাংস খেতে পায় না আবার কোন কোন সময় কেবল ঈদের সময়ই খেয়ে থাকে অথবা মাসের পরে কোথাও খেয়ে থাকে যেন খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারে। এটি আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, এ নিয়্যতেরও প্রতিদান দিচ্ছে আবার অভ্যন্তরের যে নিয়্যত রয়েছে তারও প্রতিদান দিচ্ছে।

যখন আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, **"বাশশেরিল মুহসিনীন"** কেউ যেন এটি মনে না করে যে, এটি সেই নেকীর কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনুগ্রহকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'মুহসীন' শব্দের অর্থ হল অন্যদের উপকার করা, নেকীর পথে চলা এবং 'মুহসীন' শব্দের আর একটি অর্থ হল জ্ঞানী ব্যক্তি। অতএব আল্লাহ্তা'লা এখানে তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা জ্ঞান রাখে এবং যারা এই তত্ত্বকে জানে যে, কুরবানীর রূহ হল তাক্ওয়া, কোন বাহ্যিক কুরবানী নয়। আর এই জ্ঞানের কারণে পুণ্যের দিকে অগ্রগামী হয় এবং আরো সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে। পুণ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সুসংবাদ লাভকারী হয়, হেদায়াত লাভকারী হয় এবং তাঁর পুরস্কারের অংশীদার হয়।

অতএব অনুগ্রহ আল্লাহ্তা'লার, বান্দার নয় যে, এই আমল যার ভিত্তি তাক্ওয়ার ওপর, এটি আল্লাহ্তা'লা বান্দাদের প্রদান করেছেন। একজন প্রকৃত মু'মিন সর্বদা তার সামনে এ বিষয়টিকে রেখে থাকে এবং রাখা উচিত, কেননা তাক্ওয়া ব্যতীত কোন নেকী নেই। এটি কেবল লোক দেখানো মাত্র আর লোক দেখানো নামাযীদের আল্লাহ্তা'লা শক্তভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,"ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিন"(আল মাউন,আয়াত-৫) অর্থাৎ নামাজীদের জন্য আফসোস, এই সম্পর্কে আল্লাহতালা বলেন, "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া'বুদুন"(সুরা যারিয়াত, আয়াত-৫৭) অর্থাৎ আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর ইবাদতের চূড়ান্ত সীমা রসূল করীম (সা.) আমাদের এটি বলেছেন যে, ইবাদতের মগয বা মূলবস্তু হল নামায। অর্থাৎ সকল ইবাদতকারীর মেরাজ হল নামায। তিনি (সা.) নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "নামায আমার চোখের স্নিগ্ধতার কারণ।"

(সুনান আন নিসায়ী, কিতাব আশারাতুন নিসা, বাব-হুব্বুন নিসা, নং ৩৯৩৯)

অতএব সেই নামায সমূহ যা এই নিয়্যতের সাথে পড়া হয় যার উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন তাহলো, এটি চোখের স্নিগ্ধতার কারণ, ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু বা মূলবস্তুও এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারীও। কিন্তু অপরদিকে যদি এটিকে ছাড়া হয় তবে তা হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার অধিকার প্রদান করতে নিষেধ করে। একদিকে নামায হচ্ছে আর অন্যদিকে লোকদের ওপর যুলুম অতাচার হচ্ছে তাহলে এটি তাক্ওয়ার বাহিরের এবং পরবর্তীতে এটিই ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। অতএব আমাদের কুরবানী ও ইবাদতসমূহ তাক্ওয়া চায়, সেই মানদন্ড চায় অথবা সেই মানদন্ড অর্জনের চেষ্টা প্রচেষ্টা চায় যার উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে আমাদের নেতা ও সর্দার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) উপস্থাপন করেছেন।

অতএব আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাক্ওয়া ব্যতীত না কোন ইবাদত কাজে আসবে আর না কোন কুরবানী কাজে আসবে। এই রূহ আমাদের নিজেদের ভিতরে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সকল বিধি নিষেধের ওপর মনোযোগ দিয়ে দৃষ্টি দেওয়ার পর এতে আমল করার চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং এই ঈদকেও আমাদের সেই ঈদ বানানোর চেষ্টা করা উচিত যার ভিত্তি তাক্ওয়ার ওপর। সেই সকল অনুগ্রহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যাদের আল্লাহ্ তা'লা সুসংবাদ দেন। যাদের ভান্ডারগুলোকে নিজের পুরস্কার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরবানী বা নেকী বা অনুগ্রহকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এক দিনের জন্য নয়। যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে বলল, "ইয়া আবাতে ইফআল মা তু'মারু" (আস-সাফফাত, আয়াত-১০৩) অর্থাৎ হে আমার পিতা! তোমাকে খোদা তা'লা যা বলেন, তুমি তাই কর। শুধুমাত্র গলায় ছুরি চালিয়ে এর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য ছিল না। সেই যুগে মানুষের প্রাণের কুরবানী দেয়া হত বা নেয়া হত। এটি সেই যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নতুন বিষয় ছিল না। অধিকাংশ লোকেরা এবং সেই যুগের লোকেরাও এই কুরবানী সম্পর্কে এটিই বলে থাকে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর প্রিয় পুত্রকে আল্লাহ্ তা'লার কথায় কুরবানী করিয়েছেন আর পৃথিবীবাসী তা ভুলেও যেত, কিন্তু সেই দুই পিতা পুত্রের মাঝে তাক্ওয়ার জ্ঞান ছিল। এ কারণে স্বপ্নের উদ্ধৃতির আলোকে পিতা যখন পুত্রের অভিমত নিল তখন এতে তাক্ওয়ার প্রকৃত জ্ঞান সম্পন্ন পুত্র শুধুমাত্র এই উত্তর দেয়নি যে, হে আমার পিতা! আমি প্রস্তুত। তুমি আমার গলায় ছুরি চালাও। বরং উত্তর দিয়েছিল–"ইয়া আবাতে ইফআল মা তু'মারু" অর্থাৎ আমার সম্পর্কে যে আদেশই রয়েছে তুমি তা পূণ কর। ছুরি চালানোর আদেশ ছুরি চালাও আর আমার থেকে যদি কুরবানী নিতেই থাক তাহলেও আমি প্রস্তুত। আমি যেভাবে বলেছি যে, ছুরি চালিয়ে প্রাণ দেওয়ার উদাহরণ তো অনেক বিদ্যমান রয়েছে যা সেই যুগে এই কুরবানী নেওয়া হত। পুত্র এই উত্তর দেয় যে, আমি তো খোদাতা'লার খাতিরে কুরবানীর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্যও প্রস্তুত। তারপর আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কেও এটিই বলেন যে, আমি একটি সাময়িক কুরবানী চাচ্ছি না। যাহোক, পিতা পুত্র আনন্দের সাথে এর জন্য প্রস্তুত। আমি তো নিরবচ্ছিন্ন কুরবানী চাচ্ছি, এমন কুরবানী চাচ্ছি, যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তারপর অনুর্বর উপত্যকায় মরুপ্রান্তরে এই কুরবানীর ধারবাহিকতা চালু হয়েছে।

অতএব এটিই তাক্ওয়া যে, আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানীর একটি ধারাবাহিকতা চালু হয়েছে। এটিই তাক্ওয়া। আল্লাহ্তা'লার বিধিনিষেধের ওপর আমল করে নিজেদের তাক্ওয়ার মানকে উঁচু থেকে উঁচুস্তরে নিয়ে যেতে থাকে। খোদা তা'লার সন্তুষ্টিকে নিজের মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে নাও। এটি ইসমাঈলী গুণ যা আজকের ঈদে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করার জন্য এসেছে আর এই গুণের মেরাজ আমাদের নেতা ও সর্দার হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে এটি দেখা যায়। যাকে খোদাতা'লা এভাবে সম্বর্ধনা দিয়েছেন যে, তিনি বলেন–"কুল ইন্নাস সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্ ইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"(আনাম-১৬৩) অর্থাৎ-'তুমি বলো যে, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ আল্লাহ্তা'লার জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক।' অতএব এটি সেই মর্যাদা যা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। বাহ্যিকভাবেও এই কুরবানী করা হয়ে থাকে। যেভাবে আমি বলেছি যে, ভেড়া, খাসি, গরু-মহিষের পাল জবাই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক সেই মুসলমানকে যাকে তৌফিক দিয়েছেন তাকেও এই বাহ্যিক কুরবানী করার আদেশ দিয়েছেন। পশু কুরবানীর এই আদর্শ স্বয়ং রসূল করীম (সা.) আমাদের সম্মুখে রেখে গেছেন। অতএব এটিকে বাহ্যিকভাবেও পূর্ণ করা প্রয়োজন। আর কুরআন করীমেরও এটি আদেশ, কিন্তু এই আদেশ শর্তযুক্ত। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর কুরবানী ওয়াজেব নয়, শুধুমাত্র যাদের সামর্থ রয়েছে তাদের ওপরই ওয়াজেব কিন্তু তাক্ওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং খোদা তা'লার জন্য নিজের দায়িত্বাবলী পালন করা এবং বিধি নিষেধের ওপর আমল করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ বা আবশ্যকীয়। হোক সে গরীব বা ধনী, পুরুষ হোক বা মহিলা অথবা যুবক হোক বা বৃদ্ধ, নামায প্রত্যেকের জন্য ফরজ। যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা না হয় তাহলে এই বছরের পরে ঈদে কুরবানী করা কোন কাজে আসবে না। পুণ্য কাজ করতে হবে, ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতে হবে যেন নিজেরও তরবীয়ত হয় এবং বাচ্চাদেরও তরবিয়ত হয় আর পরবর্তীতে যেন তবলীগের রাস্তাও খুলে যায়। হুকুকুল ইবাদের আদায়ও হয়, এই সমস্ত বিষয়ের জন্য কোন পশু কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। এই উদ্দেশ্যসমূহতো ভেড়া কুরবানী করা ব্যতীতই অর্জন করা সম্ভব। নিরবচ্ছিন আমলই কুরবানীর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে। একটি ভেড়া বা একটি গরু কুরবানী এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে না।

সুতরাং যাদের দুম্বা বা ভেড়া কুরবানী করার সামর্থ্য নেই, যার মাধ্যমে তারা বাহ্যিকভাবে কুরবানীর বহি:প্রকাশ করতে পারে, তারা

নিজেদের সময়কে ইসলামের তবলীগের জন্য উৎসর্গ করুন, লিফলেট বিরতণ করুন, নিজেদের যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন, নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের তবলীগ করুন, নিজের কর্মক্ষেত্রে নিজের চালচলনে এবং আদর্শে লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করুন। সেক্ষেত্রে এই নিরবচ্ছিন্ন আমল পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এটিই একটি কুরবানী। ইসলামের অনুপম সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করুন। খোদা তা'লার ফজলে অনেক আহমদী রয়েছে যারা লাগাতার কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। জীবনের কুরবানী, প্রয়োজন হলে তারা তাদের জীবনেরও কুরবানী দিচ্ছে। আপনাদের মধ্য থেকেও অনেকের প্রিয় পাত্ররা এমন কুরবানী দিয়েছেন যারা বর্তমানে এখানে এসেছেন। পাকিস্তানের আহমদীরাতো নিজের প্রাণ হাতের মুঠোয় রাখে আর সেই প্রাণ কুরবানী করার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছে, কুরবানী করেও থাকে এবং কুরবানী করেই চলেছে। পাকিস্তানে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। এই কুরবানী সমূহ একদিন অবশ্যই তার ফল দিবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এবং শত্রুরা এই পৃথিবীতেই তাদের যন্ত্রণাদায়ক পরিণাম অবশ্য অবশ্যই দেখবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যাহোক একজন মু'মিনের কাছে এটিই প্রত্যাশা যে, সে যেন এই সকল কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। যেভাবে আমি বলেছি ঠিক সেভাবে হুকুকুল ইবাদ আদায় করাও এক ধরণের কুরবানী। আমাদের মধ্য থেকে অনেকেই এমন আছেন যারা নিজেদের কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে এই অধিকার আদায় করে থাকে কিন্তু এমনও আছে যারা অন্যদের প্রাপ্য অধিকারকে হরণ করছে। তারা লক্ষ লক্ষ কুরবানী করতে থাকুক আর লক্ষ লক্ষ নামায পড়তে থাকুক তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্তা'লা বলেন-তোমাদের কুরবানী ও ইবাদতের তিনি কোন পরওয়া করেন না। হ্যাঁ, কিন্তু তা যদি যে কোন ভাবে গরীবের সেবা হয়, অধিকার আদায় করা হয়, ভাইদের দেখে উত্তম আচরণ করা হয়, একে অপরকে ক্ষমা করার অভ্যাস হয়, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এ সকল কাজ হয় তাহলে এই সকল অধিকার আদায় ইবাদতে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হয়ে মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভকারী বানায়।

সুতরাং আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা সকল চাহিদা থেকে মুক্ত, তিনি না খাবার খান না পান করেন। তাঁর কোন মাংসের প্রয়োজন নেই আর না তাঁর লক্ষ লক্ষ পশুর রক্ত প্রবাহের কোন প্রয়োজন আছে আর না এর দ্বারা তাঁর কোন উপকার সাধন হয় আর এই রক্ত ঝরানো খোদা তা'লার নামে কোন মানুষকেই উপকৃত করতে পারে না। তিনি বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করে এটি বলেন যে, চিরস্থায়ী পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, নিজেদের ঈদকে চিরস্থায়ী করার জন্য নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে জানার অনুভূতি সৃষ্টি কর, আর একারণে কতক বাহ্যিক কুরবানীও রেখেছেন এবং হুকুকুল ইবাদ আদায় করার দিকেও দৃষ্টি দাও। কুরআন করীমে বর্ণিত আদেশ অনুযায়ী নিজ সত্ত্বাকে খোদা তা'লার সম্মুখে উপস্থাপন কর। নিজেদের আমলসমূহকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাও।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন- প্রাচীনকাল থেকে প্রাকৃতিক নিয়ম এমনই যে, এসবকিছু পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পর লাভ হয়ে থাকে এবং ভয়-ভীতি, ভালবাসা ও সম্মানের মূল হল পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান। অতএব যাকে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর যাকে ভয় ভীতি ও ভালবাসা পুরোপুরি দেওয়া হয়েছে তাকে প্রত্যেক সেই গুনাহ থেকে যা ঔদ্ধত্য থেকে সৃষ্টি হয়, এথেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

(লেকচার লাহোর, রুহানী খাজায়েন ২০খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫১)

অতএব এই তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা কর। এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার ভয়ভীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে। কেননা এই বিষয়গুলোই ঔদ্ধত্য থেকে রক্ষা করে। মানুষ না জেনে না বুঝে অনেক গুনাহ করছে। আর এটি তার হৃদয়ে স্মরণ হয় না যে খোদা তা'লা প্রতিমুহূর্ত আমাকে দেখছেন।

তিনি বলেন-অতএব আমরা এই মুক্তির জন্য অর্থাৎ যা তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আর যা ঔদ্ধত্য থেকে মুক্তি দেয়, তার মুক্তির জন্য না কোন রক্তের মুখাপেক্ষী আর না কোন ক্রুশের মুখাপেক্ষী, আর না ক্রুশের প্রয়োজন আর না কোন প্রায়শ্চিত্তের আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। বরং আমরা শুধুমাত্র একটি কুরবানীর মুখাপেক্ষী যা আমাদের নফসের কুরবানী যার প্রয়োজনীয়তাকে আমাদের সত্ত্বা অনুভব করছে। এরূপ কুরবানীর নামই হল ইসলাম। 'ইসলাম' অর্থ হল জবাই হওয়ার জন্য নিজের অন্তরের খুশি এবং সন্তুষ্টির সাথে নিজ সত্ত্বাকে উপস্থাপন করা।

(লেকচার লাহোর, রুহানী খাজায়েন ২০খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬০ থেকে সংগৃহীত)

যা পরিপূর্ণ প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসাকে চায়। আর পরিপূর্ণ ভালবাসাও পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান চেয়ে থাকে। অতএব ইসলাম শব্দটি এই কথার দিকেই ইঙ্গিত করে যে, প্রকৃত কুরবানীর জন্য পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও পরিপূর্ণ ভালবাসার প্রয়োজন, এছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এরই দিকে আল্লাহ্তা'লা কুরআন শরীফে ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন-**"লাইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালিকাইয়্যানালুহুত তাক্ওয়া মিনকুম।"** (সুরা হজ্জ, আয়ত-৩৮) অর্থাৎ তোমাদের কুরবানীর মাংস ও রক্ত আমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না বরং শুধুমাত্র এই কুরবানীই আমার কাছে পৌঁছায় যে তোমরা আমাকে ভয় করো এবং আমার জন্য তাক্ওয়া অবলম্বন কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীরাও নিজেদের মাঝে এই তাক্ওয়া সৃষ্টি করেছিলেন যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) করছেন। যার কারণে তাঁরা "সামেয়ানা ও আতা'না" (শুনলাম এবং মানলাম) এর পরিপূর্ণ আদর্শ দেখিয়েছিল। পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান তাঁরা লাভ করেছিলেন, ফলশ্রুতিতে তাঁরা পরিপূর্ণ ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসার কারণেই তাঁরা মদের নেশার ওপরও বিজয় লাভ করেছে। আর এই ভালবাসা মদের নেশার ওপর জয় লাভ করেছে এবং তারা প্রথমেই মদের মটকা বা কলস ভেঙ্গেছে পরবর্তীতে তাঁরা খবর নিয়েছে যে, এই আদেশ তাদের জন্য, নাকি অন্যদের জন্য। আর এই আদেশের সত্যতা বা বাস্তবতাই বা কি? অতএব এই রূহকে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন আর যখন এই রূহ সৃষ্টি হবে তখন এই কুরবানীর মেরাজে বাহক হয়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানিয়ে দিবে। কুরবানী ঈদের রূহ পুনরায় হৃদয়ে দৃশ্যমান হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন করবে। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এই মর্যাদা সব সময় এই বিষয়কে সামনে রাখা ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা আমার সকল কথা ও কর্ম দেখছেন, প্রত্যেক কাজ যদি এই চিন্তাভাবনায় করা হয় আর তা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে হয়, আল্লাহ্ তা'লার ভয় থাকে যে, তিনি আমার প্রত্যেক কাজ দেখছেন, তাহলে প্রত্যেক দিনই কুরবানীর সওয়াবে ভূষিতকারী।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যকীয় যে, আমরা যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি ও ভালবাসার জ্ঞান অন্বেষণ করি। সেই প্রকৃত ঈদ উদযাপনের চেষ্টা করুন যা জান, মাল, সময়, এবং মান-সম্ভ্রমকে কুরবান করার অঙ্গীকারের যথার্থতা আমাদের ওপর সুস্পষ্ট হয়। আমাদের প্রতিটি ঈদই যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। যদি চিন্তাভাবনা এমনই হয়, তাহলে এই ঈদ বছর শেষে আসবে না, শুধুমাত্র পশুদের গলায় ছুরি চালানোর খুশি প্রকাশের জন্য হবে না, শুধু এই কথা প্রকাশের জন্য হবে না যে, আমার পশু থেকে এত কিলো মাংস হয়েছে বরং সেটিই প্রকৃত ঈদ হবে যা এই সমস্ত বাহ্যিক প্রকাশের চেয়ে উর্ধ্বে। সেই ঈদ হবে যা প্রতিদিন আসবে আর প্রতিটি দিন যা উদিত হয় ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি নিয়েই উদিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা এমনটিই করুন যেন আমরা এই প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হই এবং আমরা যেন বারবার আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হতে পারি। আর এই সমস্ত পুরস্কার শুধু আমাদের মধ্যেই যেন শেষ না হয়ে যায় বরং আমাদের বংশধররা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টাকারী হয়। তাঁর অনুগ্রহকে অর্জনকারী হয়। আল্লাহ্ তা'লার রহমত ও বরকতকে অর্জনকারী হউক, আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কারের অংশীদারী হতে থাকুক। খোদা তা'লা করুন, এমনটিই যেন হয়।

এখন খুতবা সানীয়ার পর দোয়া হবে। দোয়াতে সেই সকল শহীদদের পদমর্যাদা উন্নতির জন্যও দোয়া করুন, তাদের জন্য এবং তাদের প্রিয়জনদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করুন। বর্তমানে পাকিস্তান ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় বন্দী আছেন তাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করেন। যারা আর্থিক কুরবানী করে থাকে তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের প্রতিদান দেন, তাদের ধনসম্পদ ও ব্যক্তিবর্গকে বরকত দান করেন। যে যেভাবেই কুরবানী করুক না কেন, আল্লাহ্তা'লা তাদের সকলের কুরবানী কবুল করুন। পৃথিবীতে যে সকল ওয়াকফে জিন্দেগী রয়েছে বিশেষভাবে সে সকল এলাকায় যেখানে বিরোধিতার ঝড় বয়ে চলছে, সেখানে তারা অবিচল রয়েছে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, তাদের জন্য দোয়া করুন। শুধু পাকিস্তানই নয়, পৃথিবীর আরোও দেশ রয়েছে, যেখানে বিরোধিতা চলছে। পাকিস্তানের জামা'তের জন্য অনেক দোয়া করুন। সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি বেশ কয়েক বার উল্লেখ করেছি, মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছে কিন্তু কোন এক পর্যায়ে পৌঁছানোর পর আল্লাহ্ তা'লার

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 7 Sep, 2017 Issue No. 36

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ.....

যখন শতবর্ষ জুবিলী হয় শর্তবর্ষ জুবিলীতে কুরআন শরীফের নিবাচিত আয়াত সমূহের পৃথিবীর ১০০টি ভাষায় অনুবাদ করার তাহরিক করেন। অস্ট্রেলিয়ার কাছে আরবি ভাষার তরজমা করার নির্দেশ দেয়া হয় তখন যে তরজমা করানো হয় পরবর্তীতে যকণ তা দেখা হয় তখন দেকা যা যে তরজমা খুব নিন্মামানের। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম সম্পর্কে তারা বলেন এর তরজমা যার দ্বারা লিখানো হয়েছিলো আরবি ভাষায় তিনি লিখেন- যখন তারা তা তাকে (মোকাররম শাকিল আহদম সাহেবকে) বললেন তখন তিনি খলীফাতুস মসীহ রাবে কে বললেন এই তরজমা তো ঠিকনা। তারপর তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে ভাষা শিখেন এবং তরজমা সম্পূর্ণ করেন। আর ২০১৩ সালে যখন আমি সেখানে নিউজিল্যান্ড যাই তখন সেখানে মায়ুরি কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ তরজমা সেখানকার মায়ুরি বাদশাহকে উপহার স্বরূপ দেয়া হয় আর তিনি সেই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অতন্ত্য সাধাসিধে ও নিশ্চার্থ ম্লুষ ছিলেন। না সে কোন জ্ঞানের অহংকার ছিল না এই অনুভ যে আমি কুরআন শরীফের তরজমা করেছি তাই আমার কোন মর্যাদা থাকা উচিত। দুনিয়াবি সম্পদ্র তিনি অনেক অর্জন করেন আর কোন ভাতা ছাড়াই তিনি মিশনারীর দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে রহমতের মধ্যে নিমজ্জিত রাখুন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তার স্ত্রীকেও ধৈর্য্যও দৃঢ়তা দান করুন। ভবিষ্যতেও আল্ল াহ্ তাআলা আমাদেরকে কুরবাণীকারী এমন মিশনারী দিতে থাকুন যিনি প্র ত্যেক অবস্থায় নিস্বার্থ এবং বিনয়ী হবেন।

****

ফ্যাশন অনুরাগ

হযরত মসীহ মওউদ আঃ বলেন, " আল্লাহতা'লাকে সন্তুষ্ট করার এটাও একটি পদ্ধতি হল, আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্য আনুগত্য করা। কিন্তু দেখা যায় যে এরা নানান প্রকারের কুপ্রথায় নিমজ্জিত। কুপ্রথার বশবর্ত্তী হয়ে সেগুলি অনুকরন করা আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরোধীতা করাই নয় বরং তাঁর অসম্মান করা হয়। আর এটা এই কারণে যে এক্ষেত্রে আঁ হযরত (সাঃ) এর শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।
(মালফুজাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৪)
তিনি আরও বলেন,
" আমাদের জামাত যদি প্রতিষ্ঠিত হতে চাই তবে এক মৃত্যুকে স্বীকার করতে হবে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে এবং আল্লাহ তালাকে সমস্ত জিনিসের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে। নানান প্রকারের লৌকিকতা ও আড়ম্বরতা এবং অহেতুক কথা বার্তার কারণে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।" (মালফুজাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৪)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) নিজের অপছন্দ এবং বিতৃষ্ণার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি পুরুষদেরকে দেওয়া একটি ভাষণে বলেন,যা মহিলাদের জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

" আমার নিকট আমাদেরকে যেদিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন সেটা হল শিক্ষা। আর সেটা হল ধর্মীয় শিক্ষা। এই শিক্ষাই আমাদের সন্তান সন্ততিদের বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখতে পারে। আমি যুবক সম্প্রদায়ের বর্তমান ভাবগতি দেখে এমন মর্মাহত যে, আমি চাই ইউরোপের সমস্ত কিছু যেন পাল্টে দেওয়া হয়। আমাদের দেশের লোক যেরূপ উন্মত্তের ন্যায় ইউরোপের অনুকরনে অন্ধ হয়ে চলেছে। তার প্রতিকার স্বরূপ কেবল আমাদের নিজেদের নয় বরং অপরকেও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। যেন লোকেরা এটি অনুভব করতে পারে যে, আমাদের সভ্যতা দুর্বল ও অসম্পূর্ণ নয়। ত্রুটি এটাই যে, এর সঠিক প্রয়োগ করা হয়নি। অতএব আমরা নিজেদের সভ্যতার অপপ্রয়োগ করে খুঁত তৈরী করেছি, নতুবা এতে কোন প্রকারের ত্রুটি নাই। (মালফুজাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৪)

অতঃপর আমি অপেক্ষা করিতে থাকিলাম কবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিবে। সুতরাং যখন এক বৎসর হইল তখন এই নির্ধরিত বিষয় করমদীনের হাত দ্বারা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল। (অর্থাৎ সে অন্যায়ভাবে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকাদ্দমা দায়ের করিল)। সুতরাং তাহার মোকাদ্দমা দায়ের করার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ তো পূর্ণ হইয়া গেল। অবশিষ্ট অংশ তাহার মোকাদ্দমা হইতে আমার মুক্তি পাওয়া এবং তাহারই শাস্তি পাওয়া- ইহাও যথাশীঘ্র পূর্ণ হইয়া যাইবে। বাক্যাবলীর এই অংশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই পুস্তক প্রকাশ হওয়ার সময় পর্যন্ত না আমি করমদীনের মোকদ্দমা হইতে খালাস পাইয়া ছিলাম এবং না সে শাস্তি পাইয়াছিল। বরং এই সকল কথা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে লিখিত হইয়াছিল। ইহাই হইল এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনুবাদ, যাহা আরবীতে উপরে লেখা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আমার শাস্তির ব্যবস্থার জন্য করমদীন ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিবে এবং কয়েক জন সমর্থনকারী তাহাকে সাহায্য করিবে। অবশেষে সে নিজেই শাস্তি পাইবে এবং অবশেষে খোদা আমাকে তাহার অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ দান করিবেন। সুতরাং এইরূপ ঘটিল। এখন ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি অদৃশ্যের সহিত সম্পর্কিত। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন মানুষ বা শয়তানের কাজ, যাহা আমার সম্মান ও দুশমনের লাঞ্ছনার আদেশ দেয়?

খুতবা ঈদুল আযহার শেষাংশ.....

পাকড়াও করার উপকরণও রেখেছেন, আল্লাহ্ তা'লা অতি দ্রুত সেই উপকরণ সৃষ্টি করুন। ইন্দোনেশিয়ার কতক স্থানে অনেক বেশি বিরোধিতা হচ্ছে। কতক লোক আহমদীয়াতের কারণে দীর্ঘ সময় থেকে গৃহহীন অবস্থায় রয়েছেন, তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। প্রত্যেক সেই স্থান যেখানে জামা'তের বিরোধিতা হচ্ছে, সেখানের আহমদীরা অস্থির রয়েছে বা চিন্তিত রয়েছে তাদের জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রত্যেকের অস্থিরতাকে দূরীভূত করেন। সেই সাথে আপনাদের সকলকে এবং এমটিএ-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল

দুইয়ের পাতার পর

আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) বলেছেন ' দারিদ্র মানুষকে কুফরী কার্যকলাপ তথা অন্যায় অমর্যাদাকর, এবং অমানবিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করে।

প্রাচুর্য মানুষের জীবন যাপনকে অনেকখানি সহজ করে দেয়। এর সঠিক ব্যবহার জীবনে জ্ঞানে গুণে বড় হতে মানুষের সহায়ক হতে পারে। কিন্তু প্রাচুর্যের অপব্যবহার তার জীবনকের ব্যর্থ করতে ও বিষিয়ে তুলতে পারে। প্রাচুর্য প্রধানত দুভাবে এসে থাকে। উত্তারিধারসূত্রে পাওয়া বা নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা। প্রথমটি সাধারণত মানুষকে অলস ও অকর্মণ্য ও বিলাসী করে তোলে। নেশায়ও কেউ অভ্যস্ত হতে পারে। এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। সৎ পথে স্বচেষ্টায় প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়াতে যে কৃতিত্ব থাকে তাতেই আটকে পড়ে যাওয়া কাম্য হওয়া উচিত নয়। তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার শ্রমার্জিত প্রাচুর্যকে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে কল্যাণকর কাজে লাগাতে হবে। তাতেই জীবন ও সম্পদ দুটোই সার্থক হয়। দেখা যাচ্ছে প্রাচুর্যই সব নয়। এর সাথে প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছার শুভ মিলন চাই। প্রাচুর্য অর্জনে ও এর ব্যবহারে দুনীতি থাকলে সামাজে এর দ্বারা অনেক অঘটন ঘটে থাকে। প্রাচুর্যকে শোষনের কাজে লাগালে মুষ্টিমেয় লোক সম্পদশালী হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দারিদ্রেরর প্রসার ঘটে। অধিক মুনাফা লাভের জন্য ব্যবসা বানিজ্যে হীন পন্থা যেমন- ওজনে ফাঁকি, মজুদদারি, কালো বাজারি, পাচার, জাল, ভেজাল আরও কত জঘন্য অন্যায় অবিচার যে জীবন্তরূপ ধারণ করে তা বলে শেষ করা যায় না। এভাবে তারা নিজেদের নৈতিক জীবনকে ধ্বংস করে এবং দেশের ও দশের তথা মানবতার চরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। যারা সর্বক্ষেত্রে সুনীতির অনুসরণে সক্রিয় থাকেন তাদের দ্বারা সবাই উপকৃত হয়। অর্থাৎ প্রথম দল দ্বারা সমগ্র পরিবেশ হয় ঘোলাটে আর দ্বিতীয় দল দ্বারা আর্থিক পরিবেশ কল্যাণকর পরিপুষ্টি লাভ করে।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir